Vol. 31 | No. 3 | 198

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কারক সমীক্ষা : প্রাচীন ও নতুন প্রেক্ষাপট

Volume	31
Issue	3
Year	198
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
Published online	June 1, 1988
DOI	10.62328/sp.v31i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v31i3.3
Pages	57-100
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কারক সমীক্ষা : প্রাচীন ও নতুন প্রেক্ষাপট

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

১.০ প্রথাগত প্রয়োগ

বর্তমান প্রবন্ধে কারক সমীক্ষায় দ্বিবিধ ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি অন্তর্ভুক্ত। প্রথম পর্যায়ে প্রথাগত দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার পর পুনর্গঠিত প্রক্রিয়া এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ফিলমোর অনুসৃত পদ্ধতির সাহায্যে কারক আলোচিত।

বাংলা ব্যাকরণে কারক আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাণিনি-অনুসৃত সংস্কৃত কারক বিচারের আদর্শের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। তার ফলে বাংলা কারক ব্যাখ্যা সংস্কৃতের সমস্থানীয় হয়ে পড়ে। সংস্কৃতে 'কারক' শব্দের অর্থ হচ্ছে 'যে/যা ক্রিয়া সম্পাদন করে'। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কারক নির্দেশে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিশেষ্যপদের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্কগত দিক স্থিরীকৃত হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, বাক্যে বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ্যের সঙ্গে ক্রিয়ার বাক্যিক সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এই দিকটি নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখান হয়েছে।

(১) মালা বাগান থেকে ভিখারীকে আম দিচ্ছে

দিচ্ছে : বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়া
বাগান থেকে : ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান (অধিকরণ কারক)
ভিখারী : সম্প্রদান কারক
আম : ক্রিয়ার কর্ম (কর্মকারক)
কারক সম্পর্ক : ক্রিয়া—কর্তা—অধিকরণ—সম্প্রদান—কর্ম
দিয়েছে : +[কর্তৃ+অধিকরণ+সম্প্রদান+কর্ম]

ওপরে যে কারক-কাঠামো নির্দেশিত হয়েছে তা ফিলমোরের কারক-কাঠামো থেকে স্বতন্ত্র। ফিলমোর তাঁর কারক-কাঠামোয় তিনটের বেশী কারক অন্তর্ভুক্ত করেননি।

১.১ বাংলা কারক প্রক্রিয়া

বাংলায় দু'ভাবে কারক ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। উপসর্গ বা কর্ম-প্রবচনীয়ের সাহায্যে প্রধানত কারক চিহ্নিত হয়। রূপমূল সংযুক্তির বাইরে সাধারণত উপসর্গের ব্যবহারিক ক্ষমতা নেই, এবং এগুলো মুক্ত রূপমূলের সঙ্গে সংযুক্তির পর বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে। খণ্ড বাক্য বা বাক্যাংশ গঠনে কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যবহার অত্যন্ত নিয়মিত। বাক্যে বিশেষ্যস্থানীয় রূপমূলের সঙ্গে কর্মপ্রবচনীয় যেভাবে যুক্ত হয় তার সাহায্যে অর্থ প্রকাশের মাধ্যমে কারক নির্দেশ করে থাকে। বাক্যের অন্যত্রও অর্থপ্রকাশে এগুলির সম-ধারিক ভূমিকা বিদ্যমান। বাংলা সাধিত শ্রেণীর ভাষা হওয়ায় উপসর্গ সাধারণত পদমূলে যুক্ত হয়ে মুক্ত রূপমূলের গঠন পরিবর্তনে সাহায্য করে। অন্যদিকে, কর্মপ্রবচনীয়ের একই শ্রেণীর ব্যাকরণগত ক্রিয়া বিদ্যমান। বাংলায় তিনভাবে কারক নির্দেশ সম্ভব : (ক) শূন্য চিহ্নের সাহায্যে কারক নির্দেশ, (খ) বিভক্তি বা উপসর্গ সহযোগে, অথবা (গ) কর্মপ্রবচনীয়ের সাহায্যে। যখন বিশেষ্যের সঙ্গে কোন বিভক্তি (বদ্ধ রূপমূল) যুক্ত হয় তখন কারক-নির্দেশে তার সঙ্গে কোন কর্মপ্রবচনীয় যুক্ত হয় না এবং এর বিপরীত ক্ষেত্রেও একই নিয়ম লক্ষণীয়। যদি কোন বিশেষ্য বাক্যাংশ বা বাক্যে দুটো বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে প্রথম বিশেষ্যের সঙ্গে বিভক্তি এবং দ্বিতীয় বিশেষ্যের সঙ্গে কর্মপ্রবচনীয় যুক্ত হতে পারে। বাক্য বা বিশেষ্য বাক্যাংশের শেষে কর্মপ্রবচনীয় সংযুক্তির পর সেগুলোর স্পষ্ট ব্যাকরণগত ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। যেখানে রূপমূলের সঙ্গে কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না, তখন তার স্থানে কর্মপ্রবচনীয় যুক্ত হয়ে বিভক্তির কর্ম সম্পাদন করে থাকে। নীচের উদাহরণে কারক নির্দেশে বিভক্তি ও কর্মপ্রবচনীয়ের সমস্থানীয় কর্ম সম্পাদনগত দিক দেখান হয়েছে।

(২) ক. তাকে দড়িতে বাঁধো (দড়িতে : করণ কারক)

খ. তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধো (দড়ি দিয়ে : করণ কারক)

ওপরের উদাহরণে (২ক) অন্ত্য-প্রত্যয় -তে ব্যবহৃত এবং (২খ) উদাহরণে অন্ত্য-প্রত্যয়ের পরিবর্তে কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যবহার লক্ষণীয়। অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয়ের মাধ্যমে একই কারক নির্দেশিত। অবশ্য, অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যবহার কোন ক্ষেত্রেই নির্দেশ করে না যে, এগুলি একের স্থানে অপরে ব্যবহৃত হতে পারে। নীচের উদাহরণ থেকে এই দিকটি বোঝা যাবে।

(৩) ক. সে ছাদ থেকে পড়েছে (থেকে)
খ. সে ছাদে পড়েছে (ছাদে)

ওপরের উদাহরণে বাক্যের অর্থ ও কারক সমশ্রেণীর নয়। (৩ক) অপাদান ও (৩খ) অধিকরণ কারক রূপে ব্যবহৃত। কারক-নির্দেশে যে-সব সাধারণ অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্ম প্রবচনীয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, নীচে কারকের নামসহ সেগুলো দেখান হল।

(৪) বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত অন্ত্য-প্রত্যয়সমূহ

ক.	কর্তৃকারক	ϕ	-এ	-তে
খ.	কর্মকারক	ϕ	-এ	-কে
গ.	সম্প্রদান কারক	ϕ	-এ	-কে
ঘ.	অপাদান কারক	ϕ	-এ	-তে
ঙ.	করণ কারক	ϕ	-এ	-তে-কে-রে
চ.	অধিকরণ কারক	ϕ	-এ	-তে

(৫) বিভিন্ন কারকে কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যবহার

ক.	কর্তৃ	ϕ
খ.	কর্ম	দিয়ে
গ.	সম্প্রদান	থেকে
ঘ.	অপাদান	হতে / থেকে, দিয়ে, কাছে
ঙ.	করণ	দিয়ে, করে
চ.	অধিকরণ	দিয়ে, মধ্যে, ওপরে, মধ্যে / ভেতরে

ওপরের (৪,৫) নির্ঘণ্ট থেকে স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, বাংলায় বিভিন্ন কারক নির্দেশে প্রায় সমশ্রেণীর অন্ত্য-প্রত্যয় ব্যবহৃত কারক চিহ্নিতকরণে অন্ত্য-প্রত্যয়গুলি তেমন সক্ষম নয়। অন্ত্য-প্রত্যয়ের মত সমশ্রেণীর কর্মপ্রবচনীয় বিভিন্ন কারক নির্দেশে ব্যবহৃত। এই কারণে বাংলা কারক রূপমূলগত দিক থেকে অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে অর্থগত দিকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

বাংলা কারকে অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয় ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন কারকের জন্য স্বতন্ত্র সম্বন্ধবাচক সর্বনামের প্রয়োগ বিশেষ লক্ষণী এই দিকটি নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখান হয়েছে।

(৬)

ক.	কর্তৃ	যে (সাধারণ), যিনি (সম্মানসূচক), যারা ও যাঁরা (বহুবচন)
খ.	কর্ম	যাকে (সাধারণ), যাঁকে (সম্মানসূচক), যাদের ও যাঁদের (বহুবচন)
গ.	করণ	যাকে ও যাদের (সাধারণ), যাঁকে ও যাঁদের (সম্মানসূচক)
ঘ.	সম্প্রদান	যাকে (সাধারণ), যাঁকে (সম্মানসূচক), যাদের ও যাঁদের (বহুবচন)
ঙ.	অপাদান	যার (সাধারণ), যাঁর (সম্মানসূচক) যাদের ও যাঁদের (বহুবচন)

কর্ম, করণ ও সম্প্রদান কারকে সমশ্রেণীর সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহৃত। অপাদান কারকের করণরূপে গঠনগত দিকে কর্ম প্রবচনীয়ের অন্তর্ভুক্তি লক্ষ্য করা যায় (যার থেকে)। অন্যান্য কারকে অন্ত্য-প্রত্যয়ের সম্প্রসারিত রূপ দেখা যায়। নীচের উদাহরণে বিভিন্ন কারকে ব্যবহৃত অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যবহার দেখান হয়েছে।

(৭) কারকে অন্ত্য-প্রত্যয়ের ব্যবহার

ক. কর্তৃকারক

যে বেড়ালে ইঁদুর মেরেছিল, সে এখন ঘুমুচ্ছে (বেড়ালে)

খ. কর্মকারক

মনজুলা, যে রওশনকে জানে, সে আমাদের প্রতিবেশী (রওশনকে)

গ. সম্প্রদান কারক

ময়না, যে মউকে শাড়ি দিয়েছে, সে তার বান্ধবী (মউকে)

ঘ. অপাদান কারক

যে পাটকাঠিতে পারটেক্স হয়, তা গ্রামে পাওয়া যায় (পাটকাঠিতে)

ঙ. করণ কারক

রূপন যে পেন্সিলে লেখে, সেটা জার্মানীর তৈরী (পেন্সিলে)

চ. অধিকরণ কারক

ছেলেটা, যে ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, সে আমার বন্ধু (ছাদে)

বাংলা কারক নির্দেশে ব্যবহৃত অন্ত্য-প্রত্যয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম-শ্রেণীর বলে কারকগুলি স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে অপারগ। এই দিকটি নির্দেশে নীচে দুটি কারক দেখান হয়েছে, এর মধ্যে একটি বস্তুবাচক ও অপরটি ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত।

(৮) ক. মিতা

কর্তৃ	মিতা
কর্ম	মিতাকে
সম্প্রদান	মিতাকে
অপাদান	মিতার
করণ	মিতাকে
অধিকরণ	মিতার

খ. গাড়ি

কর্তৃ	গাড়ি
কর্ম	গাড়িতে
সম্প্রদান	গাড়ি
অপাদান	গড়িতে
করণ	গাড়ি
অধিকরণ	গাড়ি

ওপরের উদাহরণে লক্ষণীয় যে, দুটি কারকে তিনটি অন্ত্য-প্রত্যয় ব্যবহৃত। এগুলো হচ্ছে :-কে, -তে, -র। এ-থেকে প্রতীয়মান হয় অন্ত্য-প্রত্যয়-গুলি বাংলায় বিভিন্ন কারক সনাক্তকরণে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম নয়।

(৯) কারক সনাক্তকরণে কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যবহার

ক. কর্ম

আমি যে ছেলেকে দিয়ে এ-কাজ করিয়েছিলাম, সে আমার বন্ধু (দিয়ে)

খ. সম্প্রদান

যে ভদ্রলোকের কাছ থেকে তুমি টাকা পেয়েছ, তিনি দাতা হিসেবে পরিচিত (থেকে)

গ. অপাদান

ছেলেটা, যে ছাদ থেকে পড়ে আহত হয়েছে, সে এখন হাসপাতালে শয্যাশায়ী (থেকে)

ঘ. করণ

অ. তুমি যে গাড়ি করে এলে, সেটা নতুন (করে)

আ. গ্রামের লোকদের মধ্যে যে রহমান ভাল লোক, সে একজন খ্যাতিমান ফুটবল খেলোয়ার (মধ্যে)

বিভিন্ন কারক চিহ্নিতকরণে কর্মপ্রবচনীয়গুলি কোন বিশেষ্যের পর যখন ব্যবহৃত হয়, তখন সেগুলির ক্ষেত্রে ব্যবহারগত বিধিনিষেধ বর্তমান। ব্যবহার-গত এই বিধিনিষেধের জন্য কর্মপ্রবচনীয়গুলি সমস্ত বিশেষ্যের সঙ্গে অবাধে ব্যবহৃত হতে পারে না। বিশেষ্যের সঙ্গে কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যবহারগত এই বিধি-নিষেধ নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(১০) ক. ভদ্রলোক যিনি রিকশা করে যাচ্ছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (করে)

*র্ক. ভদ্রলোক, যিনি রিকশা দিয়ে যাচ্ছেন, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (দিয়ে)

খ. ভদ্রলোক, যিনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, তিনি একজন প্রকৌশলী (দিয়ে)

*র্খ. ভদ্রলোক, যিনি রাস্তা করে যাচ্ছেন, তিনি একজন প্রকৌশলী (করে)

গ. তুমি যে লোক দিয়ে বই পাঠাবে, সে আমার পরিচিত (দিয়ে)

*র্গ. তুমি যে ব্যাগ দিয়ে বই পাঠাবে, সেটা নতুন হলে ক্ষতি নেই (দিয়ে)

ঘ. তুমি যে ব্যাগে করে বই নেবে, সেটা নিউমার্কেট থেকে কেনা (করে)

*ঘ. তুমি যে লোকে করে বই নেবে, সে আমার পরিচিত (করে)
ঙ. যে মাছ থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে, সেটা রায়হান কিনে এনেছে (থেকে)
*ঙ. যে মানুষ থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে, সে নোংরা (থেকে)
চ. যে মানুষের গা থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে, সে নোংরা (থেকে)
*চ. যে মাংসের গা থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে, তা পচা (থেকে)

ওপরের উদাহরণে বিশেষ্যের সঙ্গে কর্মপ্রবচনীয়ের প্রকৃত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণগুলি নির্দেশ করে যে, বস্তুবাচক ও ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে একই কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এছাড়া যখন কোন রূপমূল গ্রহিতা ও নিমিত্তের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত করে, তখনও এই দিকটি বিশেষ লক্ষযোগ্য। (১০ ক) ও (১০ খ) উদাহরণের মধ্যে তুলনা করলে কর্মপ্রবচনীয়ের ব্যবহার এবং সেই সঙ্গে সেগুলির অর্থগত তুলনার দিক স্পষ্ট হবে। (১০ ক) নিমিত্ত ও (১০ খ) গ্রহিতা নির্দেশ করে। এছাড়া, 'থেকে' কর্মপ্রবচনীয়ের সম্পর্ক বস্তুগত বিশেষ্যের সঙ্গে বেশী এবং প্রাণবিশিষ্ট বিশেষ্যের সঙ্গে ব্যবহারগত নিষেধাজ্ঞা বর্তমান (১০ ঙ, চ)। প্রাণবিশিষ্ট বিশেষ্যের সঙ্গে 'থেকে' কর্মপ্রবচনীয় ব্যবহৃত হতে পারে, যদি তার আগে বাক্য বা খণ্ডবাক্যে 'কাছ' সংযুক্ত হয়।

১.২ বাংলায় প্রথাগত কারক

প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে ছটি কারক অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে একমাত্র সম্বন্ধ কারক-কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন। তার কারণ, এই কারকের মাধ্যমে ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কগত দিক নির্দেশিত হয় না। বাংলা ব্যাকরণে কারক ব্যাখ্যাত হয় এক শ্রেণীর বাক্যরীতিক ও অর্থতত্ত্বীয় সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে। কারক নির্দেশে বাক্যরীতিক সম্পর্কের দিক ক্রিয়াকে প্রধান গণ্য করে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন বিশেষ্যগুলি ক্রিয়ার বিপরীতে সম্পর্ক নির্দেশ করে থাকে। কারক নির্ণয়ে প্রথমেই প্রশ্ন করা হয় 'কে', যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদনের কর্তা বা বৃহত্তর অর্থে ক্রিয়ার বিভিন্ন কর্তাকে চিহ্নিত করা হয়। 'মহুয়া বাড়িতে চেয়ারে বসে বই পড়ছে'-র মত বাক্যে 'পড়ছে' ক্রিয়ার কর্তারূপ 'মহুয়া' রূপমূল সনাক্তকরণই প্রধান উদ্দেশ্য। বাক্যে ব্যবহৃত অন্য কতকগুলো রূপমূল দ্বারা ক্রিয়া চিহ্নিত করা হয়,

যেগুলো বিভিন্ন কারক সম্পর্ক নির্দেশ করতে সক্ষম। যেমন, 'বাড়িতে', 'চেয়ারে' ও 'বই'। এর মাধ্যমে ক্রিয়ার বিভিন্নধারিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা সম্ভব। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'মহুয়া' ও 'পড়ছে' রূপমূলের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা অন্যান্য বিশেষ্য, যেমন 'বাড়ি', 'চেয়ার', ও 'বই'-এর তুলনায় অধিকতর নিকটবর্তী।

বাংলায় প্রচলিত ছটি কারক হচ্ছে : কর্তৃ, কর্ম, সম্প্রদান, অপাদান, করণ ও অধিকরণ। নীচের অংশে বাংলা কারকের স্বতন্ত্র শ্রেণীর বিশ্লেষণের পর ফিলমোর (১৯৬৮) অনুসৃত পদ্ধতির আলোকে কারক নির্দেশের সঙ্গে তার সুবিধাগত ও অসুবিধাগত দিক আলোচনা করা হয়েছে।

১. ৩ বাংলা কারকের ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা

বাংলা ব্যাকরণে কারক বিশ্লেষণে যে পূর্ণ সংহতি লক্ষ্য করা যায় না, সে-সম্পর্কে আগেই লক্ষ্য করা গেছে। বৈয়াকরণরা সচেতন যে কারক নতুনভাবে ব্যাখ্যাত হওয়া প্রয়োজন। নবতর রূপে কারক বিশ্লেষণে যে দুটি দিক প্রধান তা হল : কারকের পুনঃ বিশ্লেষণ ও কারকসংখ্যার পুন-বিন্যাস। কারক বিশ্লেষণে জটিলতা সৃষ্টির কারণ কারকের সংখ্যা ও বিভিন্ন কারক নির্দেশে সমশ্রেণীর বিভক্তিচিহ্নের ব্যবহার। বাংলায় কারক চিহ্নিত-করণে এমন কোন স্পষ্ট কারক-নির্দেশক নেই যার সাহায্যে একটি কারক অন্য কারক থেকে স্পষ্টত পৃথক করা যায়। সমশ্রেণীর বিভক্তির সাহায্যে গঠনগত দিক থেকে কারকগুলি চিহ্নিতকরণ কষ্টসাধ্য— তার কারণ, এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে কারকের গঠনগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হয় না। একথা অনস্বীকার্য যে, চলিত বাংলার বাক্যরীতিক বৈশিষ্ট্য চিন্তা না করে সংস্কৃত কারকরীতি বাংলায় অনুসরণ করায় এই জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। যেখানে বিভক্তি বিভিন্ন কারক চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়, সেখানে অর্থতত্ত্বীয় সমীক্ষার অন্তর্ভুক্তিগত দিক উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। বাক্যরীতিক দিক থেকে বিভক্তি স্পষ্টভাবে কারক সনাক্তকরণে অসমর্থ এবং এই শূন্যস্থান পূরণে বাগর্থগত দিক অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। সেজন্য, বাংলা কারক সমীক্ষায় বাক্যরীতিক ও বাগর্থগত দিকের অন্তর্ভুক্তি স্বাভাবিক। বিভিন্ন কারকে সমশ্রেণীর বিভক্তি ব্যবহারের সময় এই দিকটি সহজেই অনুমান করা যায়।

(১১) ক. কর্তৃকারক

যে পাখিতে ছোলা খেয়েছে, সেটা উড়ে গেছে (পাখিতে)

খ. কর্মকারক

ছেলেটা, যে নদীতে সাঁতার কাটছে, সে নামকরা সাঁতারু (নদীতে)

গ. করণকারক

যে দড়িতে ছেলেটাকে বাঁধছ, সেটা বেশ শক্ত (দড়িতে)

ঘ. অপাদান কারক

যে চোখেতে পোকা ঢুকেছে, সেটা লাল হয়ে গেছে (চোখেতে)

ঙ. অধিকরণ কারক

যে বাড়িতে মৌটুসীরা থাকে, সেটা আমি চিনি (বাড়িতে)

ওপরের উদাহরণে বিভিন্ন কারক নির্ণয়ে বিশেষ্যের শেষে -তে বিভক্তি সংযুক্ত। উদাহরণ থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাক্যরীতিক দিক থেকে প্রত্যেকটি কারক নির্দেশে সমশ্রেণীর বিভক্তি সংযুক্ত হওয়ায় বিভিন্ন কারণ সনাক্তকরণ কষ্টসাধ্য। এ-ক্ষেত্রে কারক-নিদের্শে প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থগত দিকের ওপর নির্ভর করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। প্রত্যক্ষ কর্মের সঙ্গে -তে যুক্ত হয়েছে এবং যেগুলো অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য সেগুলো যথাক্রমে করণ, অপাদান ও অধিকরণ কারক রূপে ব্যবহৃত। এই দিকটি বিস্তৃতিকরণের পূর্বে নীচে বাক্যরীতিক সম্পর্কের দিক থেকে বাংলা কারকের একটি সাধারণ তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

প্রচলিত বাংলা কারকের মধ্যে বাক্যরীতিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে তিনটি কারক অন্যান্য কারকের তুলনায় বেশ স্পষ্ট। এই কারকগুলো যথাক্রমে কর্তৃকারক, কর্মকারক ও সম্প্রদান কারক। অন্যান্য কারকের বাক্যরীতিক স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য অবর্তমান বলে সমস্যাসঙ্কুল। কর্তৃকারকে ক্রিয়ার কর্তা সর্বদাই প্রাণবিশিষ্ট বিশেষ্য এবং এই বিশেষ্য বাক্যের উদ্দেশ্য অংশে সংযুক্ত হয়। কর্মকারকে প্রত্যক্ষ কর্ম বিধেয় অংশে ব্যবহৃত এবং সম্প্রদানে অপ্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা কারক নির্দেশিত হয়। বিভক্তির ব্যবহার ছাড়া উপরোক্ত তিনটি কারক প্রত্যক্ষভাবে নির্দেশের যে প্রক্রিয়া বিদ্যমান তা নীচে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

(১২) ক. বাক্যের মধ্যে বিশেষ্য বাক্যাংশ ও ক্রিয়া বাক্যাংশে তিনটি বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। বিশেষ্য বাক্যাংশে যে বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় (সামান্য ব্যতিক্রম সহ) তা সর্বদাই প্রাণবিশিষ্ট এবং তা বাক্য মধ্যে বা বিশেষ্য বাক্যাংশে শীর্ষস্থানীয়

বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়া বাক্যাংশের (বিধেয় অংশে) বিশেষ্যের ক্ষেত্রে দ্বিবিধ সম্ভাবনা বর্তমান : (ক) প্রাণবিশিষ্ট বা অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্মরূপে ব্যবহৃত হতে পারে অথবা প্রাণবিশিষ্ট বিশেষ্য ক্রিয়ার অপ্রত্যক্ষ কর্মরূপে ব্যবহৃত হতে পারে ; (খ) অথবা প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর্ম উভয়ই একই সঙ্গে ব্যবহৃত হতে পারে।

খ. যে তিনটে বিশেষ্য বাক্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সেগুলো এভাবে নির্দেশ করা যায় :

#বাক্য#

বাক্য → বিশেষ্য বাক্যাংশ ক্রিয়া বাক্যাংশ
বিশেষ্য বাক্যাংশ → বিশেষ্য (±প্রাণবিশিষ্ট)
ক্রিয়া বাক্যাংশ → বিশেষ্য (+প্রাণবিশিষ্ট) বিশেষ্য
(—প্রাণবিশিষ্ট) ক্রিয়া

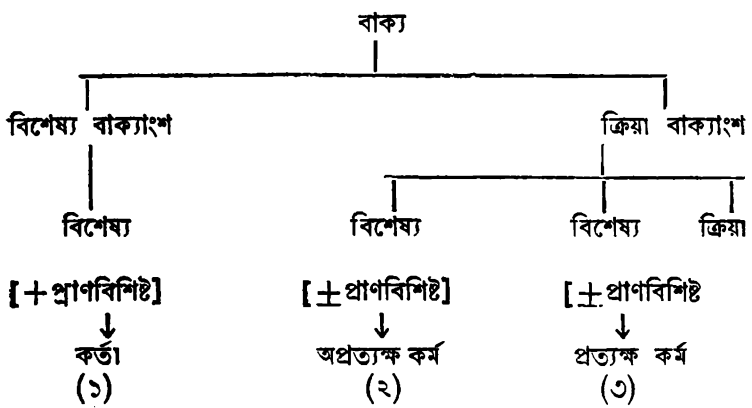

কর্তৃকারকে (১)-এর প্রাণবিশিষ্ট (অথবা প্রাণহীন) বিশেষ্য বাক্যের কর্তারূপে ব্যবহৃত। কর্মকারকে (৩) সংখ্যক বিশেষ্য প্রত্যক্ষ কর্মরূপে এবং সম্প্রদান কারকে (২) সংখ্যক বিশেষ্য প্রাণবিশিষ্ট প্রকৃতি সম্পন্ন (ব্যতিক্রম হিসাবে কখনো প্রাণহীন বিশেষ্যও ব্যবহৃত হতে পারে)। অবশিষ্ট তিনটি কারক (করণ, অধিকরণ ও অপাদান) (৩) সংখ্যক বিশেষ্য অনুমোদন করে, যা ইতোমধ্যেই কর্মকারকের স্থান অধিকার করে নিয়েছে এবং

বাক্যরীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো অতিরিক্ত শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। নীচে বিভিন্ন কারকের আনুপূর্বিক বাক্যরীতিক বিশ্লেষণ নির্দেশ করা হয়েছে।

১.৩.১ কর্তৃকারক

ক্রিয়াকে বাক্যের কেন্দ্রস্থানীয় রূপে গ্রহণ করে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য কর্তারূপে ব্যবহৃত হয় বলে তা কর্তৃকারক রূপে গ্রহণ করা যায়। শীর্ষ-স্থানীয় বিশেষ্যের সঠিক বাক্যরীতিক বৈশিষ্ট্য হল প্রাণবিশিষ্ট গুণসম্পন্নতা। যেমন

(১৩) ছেলেটা, যে এসেছিল, সে আমার ভাইপো (ছেলেটা)

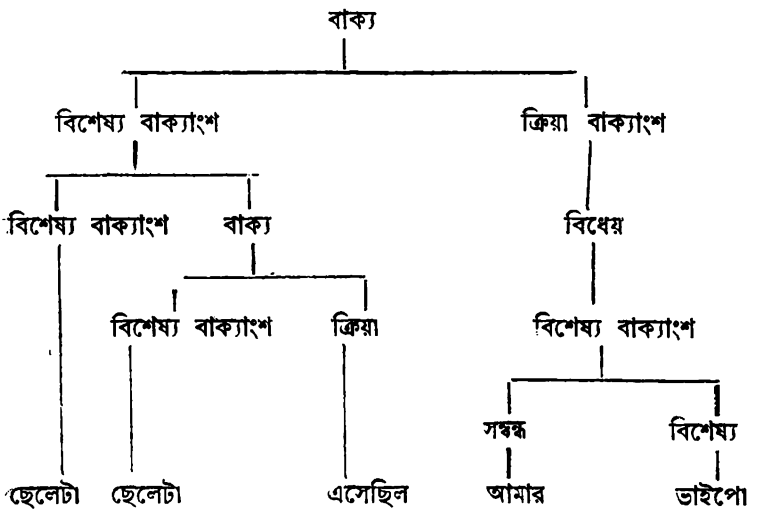

(১৩) সংখ্যক উদাহরণের ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত ভাবে দেওয়া যায়: শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য 'ছেলে' বাক্যের কর্তা হিসাবে ব্যবহৃত—যা একই সঙ্গে বিশেষ্য বাক্যাংশ ও প্রাণবিশিষ্ট বিশেষ্য। বিশেষ্য বাক্যাংশ কর্তৃকারকরূপে চিহ্নিত। 'এসেছিল' ক্রিয়া, যা ক্রিয়া বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত, তা গ্রন্থিত বাক্যের একটি অংশ।

কর্তৃকারক গঠনগত জটিলতা থেকে মুক্ত। তার কারণ, এই কারক বিশেষ্য বাক্যাংশ অথবা কর্তাস্থানে ব্যবহৃত হয় এবং এক্ষেত্রে কোন কর্ম সংশ্লিষ্ট নয়। কর্তৃকারকের কারক-কাঠামো অনেকটা এই রকম দাঁড়াবে :

(১৪) ক্রিয়া [বিশেষ্য বাক্যাংশ] [ক্রিয়া বাক্যাংশ]

↓

বিশেষ্য
(সর্বনাম)

ওপরের কারক-কাঠামো কর্তৃকারক তার নিজস্ব সাংগঠনিক প্যাটার্নের মধ্যে ব্যবহারগত দিক নির্দেশ করতে সক্ষম।

১.৩.২ কর্মকারক

ক্রিয়ার অপ্রত্যক্ষ কর্ম যখন বিধেয় অংশে ব্যবহৃত হয়, তখন তা কর্ম-কারকরূপে ব্যবহৃত হয়। কর্মকারকে ক্রিয়া বাক্যাংশ হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কর্মের কারক-কাঠামো নীচের চিত্র অনুযায়ী দাঁড়াতে পারে:

(১৫) ক্রিয়া [বিশেষ্য বাক্যাংশ] [ক্রিয়া বাক্যাংশ]

↓

বিশেষ্য
(প্রত্যক্ষ কর্ম)

কারকরূপে যে প্রত্যক্ষ কর্ম চিহ্নিত তা প্রাণবিশিষ্ট অথবা অপ্রাণবিশিষ্ট বিশেষ্য হতে পারে। নীচের উদাহরণে কর্মকারকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত।

(১৬) ক. ছেলেটা, যে বল খেলছে, সে আমার সহপাঠি (বল)

খ.

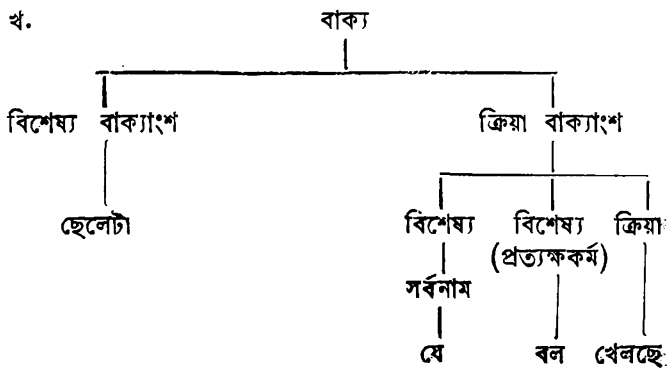

'খেলছে' ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্ম হচ্ছে 'বল' এবং তা কর্মকারকরূপে চিহ্নিত। 'ছেলেটা' হচ্ছে বাক্যের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য এবং কর্তারূপে গ্রহণযোগ্য।

১.৩.৩ সম্প্রদান কারক

বাক্য অথবা খণ্ড বাক্যের অপ্রত্যক্ষ কর্ম যদি প্রাণবিশিষ্ট বিশেষ্য হয় তাহলে তা সম্প্রদান কারকরূপে চিহ্নিত করতে সক্ষম। এ-ক্ষেত্রে সম্প্রদানের সঙ্গে কর্মকারকের বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান, যদিও উভয় ক্ষেত্রে কর্মই কারক নির্দেশ করে। কর্মে প্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা কারক চিহ্নিত, কিন্তু সম্প্রদানে কারক চিহ্নিত হয় অপ্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা, যা সাধারণত প্রাণবিশিষ্ট বিশেষ্য হয়ে থাকে। নীচের উদাহরণে কর্ম ও সম্প্রদান কারকের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যাবে।

(১৭) ভদ্রলোক, যিনি তোমাকে বই দিয়েছিলেন, তিনি আমার বন্ধু
(তোমাকে, বই)

ওপরের উদাহরণে (১৭) 'বই' প্রত্যক্ষ কর্মরূপে ব্যবহৃত হয়ে কর্মকারক এবং 'তোমাকে' রূপমূল 'দিয়েছিলেন' ক্রিয়ার অপ্রত্যক্ষ কর্মরূপে সম্প্রদান কারকরূপে ব্যবহৃত। প্রত্যক্ষ কর্মের (বই) সঙ্গে কোন বিভক্তি যুক্ত হয়নি, যদি 'তোমাকে' রূপমূল প্রত্যয় বিভক্তি চিহ্নিতকরণ দিক নির্দেশ করে। বাক্যরাতিক দিক থেকে সম্প্রদানের জন্য যে অপ্রত্যক্ষ কর্ম ব্যবহৃত হয় তা স্পষ্টরূপে নির্দেশিত: (ক) এই রূপমূল সর্বদা প্রত্যয় বিভক্তি দ্বারা সংযুক্ত হয়; এবং (খ) এটা সর্বদাই মনুষ্যবাচক বিশেষ্য। উভয় কারকের মধ্যে পার্থক্য হল কর্ম ব্যবহারে। সম্প্রদানের কারক-কাঠামো নিম্নলিখিত ভাবে নির্দেশ করা যায়।

(১৮) ক. ক্রিয়া [বিশেষ্য বাক্যাংশ] [ক্রিয়া বাক্যাংশ]

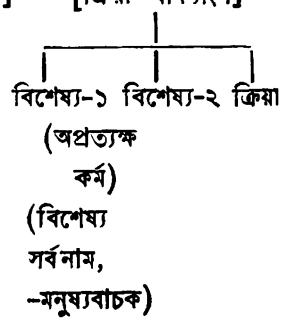

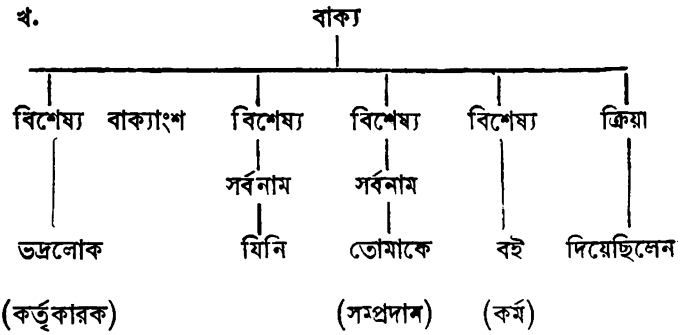

১.৩.৪ অপাদান কারক

ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা অপাদান কারক চিহ্নিত হয়ে থাকে। কর্মকারকের একই বৈশিষ্ট্য থাকলেও অপাদান গঠনগত দিক থেকে খানিকটা পার্থক্য সৃষ্টি করে। এখানে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্ম হিসাবে যে বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় তার পরে কর্মপ্রবচনীয় ব্যবহৃত হয়, যা কর্মে অনুপস্থিত। নীচের উদাহরণে এই দিকটি দেখান হয়েছে।

(১৯) ছেলেটা, যে ছাদ থেকে পড়েছে, সে বেশ অসুস্থ (ছাদ থেকে)

(১৯) সংখ্যক উদাহরণে প্রত্যক্ষ কর্ম হচ্ছে 'ছাদ', যার সাহায্যে কর্ম-প্রবচনীয় 'থেকে' সহ অপাদান কারক নির্দেশিত। বিশেষ্যের পর কর্ম-প্রবচনীয়ের ব্যবহার অন্যান্য কারকের সঙ্গে অপাদান কারকের বাক্যরীতিক পার্থক্য নির্দেশ করে। প্রত্যক্ষ কর্মের পর কোন অন্ত্যপ্রত্যয় ব্যবহৃত হলে তা হবে অধিকরণ কারক। যেমন :

(২০) ছেলেটা, যে ছাদে পড়েছে, সে বেশ অসুস্থ (ছাদে)

অপাদানের কারক-কাঠামো নীচে দেখান হয়েছে।

(২১) ক. ক্রিয়া [বিশেষ্য বাক্যাংশ] [ক্রিয়া বাক্যাংশ]
বিশেষ্য বিশেষ্য ক্রিয়া
(+কর্মপ্রবচনীয়)
প্রত্যক্ষ কর্ম

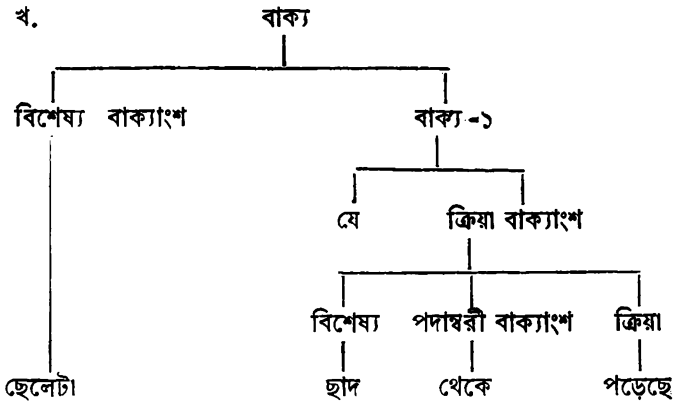

১.৩.৫ করণকারক

কর্ম ও অপাদানের সঙ্গে করণকারকের আপাত সাদৃশ্য বিদ্যমান। তার কারণ উভয় ক্ষেত্রেই কারক ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা নির্দেশিত হয়। কিন্তু বাক্যরীতিক দিক থেকে এই কারক কর্ম ও অপাদান থেকে স্বতন্ত্র। এই দিকটি নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করা যায় :

(২২) ক. প্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা কর্মকারক নির্দেশিত হয়। সাধারণত প্রত্যক্ষ কর্মের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয় না।

খ. অপ্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা সম্প্রদান কারক চিহ্নিত হয়। প্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে সর্বদা অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে।

গ. প্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা অপাদান কারক নির্দেশিত হয়। বিশেষ্য পরবর্তী কর্মপ্রবচনীয় অথবা অন্ত্য-প্রত্যয় বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে।

ঘ. করণ কারকের জন্য দুটি বাক্যরীতিক সম্ভাবনা বিদ্যমান : (অ) ক্রিয়া বাক্যাংশে একটি প্রাণীবাচক বিশেষ্য অথবা একটি অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় এবং প্রাণীবাচক বিশেষ্য দ্বারা কারক নির্দেশিত হয় (প্রত্যক্ষ কর্ম); অথবা (আ) দুটি অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য পাশাপাশি ব্যবহৃত হতে পারে এবং এর একটির দ্বারা কারক চিহ্নিত হয়। প্রথম পর্যায়ক্রম দ্বারা (একটি প্রাণীবাচক ও একটি অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য) সম্প্রদানের সঙ্গে এই কারকের নৈকট্য নির্দেশ করে কিন্তু সম্প্রদানে প্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে অন্ত্যপ্রত্যয়

যুক্ত হয়, কিন্তু করণকারকে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এদিক থেকে সম্প্রাদানের সঙ্গে পার্থক্য নির্দেশ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমে (যেখানে দুটি বিশেষ্যই অপ্রাণীবাচক) এই কারকের সঙ্গে অপাদানের সাদৃশ্য লক্ষণীয়, যেখানে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে কর্মপ্রবচনীয় বা অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। এ-সত্ত্বেও অপাদানের সঙ্গে করণের বাহ্যিক পার্থক্য বিদ্যমান। অপাদানে একটি অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় কিন্তু করণে দুটি অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য সংযুক্ত হয়। প্রথম অপ্রাণী-বাচক বিশেষ্যের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং দ্বিতীয় বিশেষ্য অন্ত্য-প্রত্যয়শূন্য হয়ে থাকে। করণে কোন কর্মপ্রবচনীয় ব্যবহৃত হয় না। এই গঠনগত বৈশিষ্ট্য করণকে সম্প্রদান, অপাদান এমনকি কর্মকারক থেকে পৃথক করে দেয়। (২২) সংখ্যক উদাহরণের প্রেক্ষিতে করণের সঙ্গে অন্য কারকের পার্থক্য নির্দেশে একটি তুলনামূলক ছক প্রস্তুত করা হয়েছে :

(২৩) ক. কর্মকারক : [বিশেষ্য বাক্যাংশ] [ক্রিয়া বাক্যাংশ]
↓
বিশেষ্য
(প্রত্যক্ষকর্ম, ±অন্ত্য-প্রত্যয়]

খ. সম্প্রদান কারক : [বিশেষ্য বাক্যাংশ] [ক্রিয়া বাক্যাংশ]
↓
বিশেষ্য
(অপ্রত্যক্ষ কর্ম, +অন্ত্য-প্রত্যয়)

গ. অপাদান কারক : [বিশেষ্য বাক্যাংশ] ক্রিয়া বাক্যাংশ
↓
বিশেষ্য
(প্রত্যক্ষ কর্ম +কর্মপ্রবচনীয়)

ঘ. করণকারক : [বিশেষ্য বাক্যাংশ] [ক্রিয়া বাক্যাংশ]
বিশেষ্য বিশেষ্য
(-অপ্রাণীবাচক (-অপ্রাণীবাচক
+অন্ত্যপ্রত্যয়) —অন্ত্যপ্রত্যয়)
প্রত্যক্ষ কর্ম প্রত্যক্ষ কর্ম

অন্যভাবে বলা যায় যে, কর্মের পরিপূরক করণ কারক হিসাবে গণ্য করা হয় এবং তার সঙ্গে সর্বদা অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্ম অন্ত্য-প্রত্যয়হীন অবস্থায় থাকে। নীচের উদাহরণে করণের দ্বিবিধ সম্ভাবনা নির্দেশিত।

(২৪) ক. মা যে বটিতে মাছ কাটেন, সেটা বহুদিনের পুরোন (বটিতে)
খ. মউ যে ছুরিতে পেন্সিল কাটে, সেটা নতুন (ছুরিতে)

(২৪ ক) উদাহরণে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্ম হচ্ছে প্রাণীবাচক বিশেষ্য (মাছ) এবং (২৪ খ) উদাহরণে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্ম অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য(পেন্সিল)। উভয় উদাহরণেই অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয়েছে এবং এই বিশেষ্য পরিপূরক রূপে প্রত্যক্ষ কর্মের পূর্বে ব্যবহৃত। বাক্য-রীতিক গঠনের এই বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে বিচার করে বলা যায় যে, করণ স্বতন্ত্র কারক হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

১.৩.৬ অধিকরণ কারক

করণের সঙ্গে অধিকরণের নিকট সাদৃশ্য বিদ্যমান এবং দুই কারকের বাক্যরীতিক গঠনরূপ অভিন্ন। উভয় ক্ষেত্রেই বাক্যে দুটি বিশেষ্য পর পর ব্যবহৃত হয়ে সমশ্রেণীর গঠনরূপ নির্দেশ করে। নীচের উদাহরণ লক্ষ্য করলেই একথা বোঝা যাবে।

(২৪) ক. মা যে বটিতে মাছ কোটেন, তা বহুদিনের পুরোন (বটিতে : করণ)
খ. ছেলেটা, যে ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, সে আমার বন্ধু
(অধিকরণ : ঘুড়ি—প্রত্যক্ষ কর্ম)

ওপরের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে, উভয় কারকেরই সমশ্রেণীর গঠন-রূপ বিদ্যমান। (২৪ ক) ও (২৪ খ) উদাহরণে প্রত্যক্ষ কর্ম হচ্ছে 'মাছ' ও 'ঘুড়ি' এবং 'বটিতে' (২৪ ক) ও 'ছাদে' (২৪ খ) পরিপূরক। এদিক থেকে বিচার করে বলা যায় করণের বিপরীতে অধিকরণ গঠনগত দিক থেকে বৈপরীত্য সৃষ্টিতে অক্ষম বলে স্বতন্ত্র কারকরূপে গ্রহণযোগ্য নয়।

১. ৪ বাংলায় কারক সংখ্যা

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাংলায় ছ'টা কারক থাকলেও এর মধ্যে পাঁচটা কারকের বাক্যরীতিক গঠনগত স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান বলে এগুলো স্বতন্ত্র কারকরূপে গ্রহণযোগ্য। অধিকরণ অথবা করণ

কারক তালিকা থেকে বাদ পড়ে এবং কর্তৃ, কর্ম, সম্প্রদান ও অপাদান স্বতন্ত্র কারকরূপে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাংলা কারক অধ্যায়ে পাঁচটা কারক অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং নীচে সেগুলোর বাক্যরীতিক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা হয়েছে।

কর্তৃকারক

বাক্যের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য ক্রিয়ার বিপরীতে কারক নির্দেশে সক্ষম। শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য (অথবা সর্বনাম) প্রাণীবাচক বিশেষ্যরূপে চিহ্নিত এবং বাক্যের বিশেষ্য বাক্যাংশ ও ক্রিয়া বাক্যাংশ এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কর্তারূপে অধিকৃত। বিশেষ্যের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয়ের ব্যবহার ঐচ্ছিক (অন্ত্য-প্রত্যয় ব্যবহৃত অথবা নাও ব্যবহৃত হতে পারে)।

কর্মকারক

বাক্যের ক্রিয়া বাক্যাংশে ব্যবহৃত ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা চিহ্নিত কারকই কর্মকারক হিসাবে বিবেচ্য। প্রত্যক্ষ কর্ম প্রাণী বা অপ্রাণীবাচক যে-কোন একটি হতে পারে এবং এক্ষেত্রেও অন্ত্য-প্রত্যয় সংযুক্তি অনে-কাংশে ঐচ্ছিক।

অপাদান কারক

অপাদান ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা চিহ্নিত এবং তা বাক্যের ক্রিয়া বাক্যাংশে অন্তর্ভুক্ত। এই কারক সাধারণত কর্মপ্রবচনীয় দ্বারা চিহ্নিত হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে অন্ত্য-প্রত্যয়ও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কর্ম প্রাণী বা অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য হতে পারে।

সম্প্রদান

ক্রিয়ার অপ্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা সম্প্রদান কারক নির্দেশিত এবং তা সর্বদা প্রাণীবাচক বিশেষ্য ও অন্ত্য-প্রত্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়ে থাকে।

করণ/অধিকরণ

করণ / অধিকরণ পরিপূরক দ্বারা চিহ্নিত এবং পরিপূরকের পরবর্তী উপাদান প্রাণীবাচক বা অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য হতে পারে এবং তা ক্রিয়ার

অপ্রত্যক্ষ কর্মরূপে ব্যবহৃত। ক্রিয়ার পরিপূরক সর্বদা অন্ত্য-প্রত্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে থাকে এবং পরবর্তী যে বিশেষ্য ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্মরূপে ব্যবহৃত হয় তার সঙ্গে কোন অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয় না।

বর্তমান আলোচনায় বলা হয়েছে যে বাক্যমধ্যে যে তিনটি বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তার সাহায্যে কারক চিহ্নিতকরণের তিনটে সম্ভাবনা বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে, বিশেষ্য বাক্যাংশে যে বিশেষ্য এবং ক্রিয়া বাক্যাংশে যে দুটি বিশেষ্য অন্তর্ভুক্ত হয় তার সাহায্যে। কারকে অন্ত্য-প্রত্যয়ের ব্যবহার তেমন স্পষ্ট নয় এবং রূপমূল গঠনের ওপর অন্ত্য-প্রত্যয়ের বিভাজন অনেকাংশে নির্ভরশীল। নীচের উদাহরণে কিছু সংখ্যক রূপমূলের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য দেখান হয়েছে।

(২৫) ক. মাঠ + এ = মাঠে
খ. ছুরি + তে = ছুরিতে
গ. বিকেল + এ = বিকেলে
ঘ. গরু + তে = গরুতে
ঙ. ছেলে + তে = ছেলেতে
চ. বিছানা + য় = বিছানায়
ছ. বাগান + এ = বাগানে
জ. মহিলা + র = মহিলার
ঝ. পেন্সিল + এ = পেন্সিলে
ঞ. ফুল + এ = ফুলে
+ এর = ফুলের
+ গুলো = ফুলগুলো
+ গুলোর = ফুলগুলোর

(২৫) সংখ্যক উদাহরণ নির্দেশ করে যে রূপমূলে কোন শ্রেণীর অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হবে তা নির্ভরশীল রূপমূলের ধ্বনিগত গঠনের ওপর এবং রূপমূলের গঠনের সাহায্যে কারক নির্ণয় কষ্টসাধ্য। বিভিন্ন কারকের উদাহরণ তুলনা করলে প্রতীয়মান হয় বিভিন্ন কারক চিহ্ন ও বিভিন্ন অন্ত্য-প্রত্যয় যেভাবে কারক নির্দেশ করে তার সাহায্যে বিভিন্ন কারক চিহ্নের গঠনগত দিকের বিভাজন লক্ষ্য করলেই কারক চিহ্নিতকরণ অনেকটা সহজসাধ্য হবে।

(২৬) ক. ছেলেটা, যে মাঠে বল খেলছে, সে দুষ্টু (মাঠে, বল : কর্মকারক)

খ. মা যে ছুরিতে মাছ কাটেন, সেটা বহুদিনের পুরোন (ছুরিতে, মাছ : করণকারক)

গ. ভদ্রলোক, যিনি ঢাকাতে বাড়ি কিনেছেন, তিনি আমার বন্ধু (ঢাকাতে, বাড়ি : অধিকরণ)

ঘ. মহিলা, যিনি মৌটুসীকে পুতুল দিয়েছেন, তিনি আমাদের পরিচিত (মৌটুসীকে, পুতুল: সম্প্রদান)

ঙ. ছেলেটা, যে সকালে ছাদ থেকে পড়েছে, সে এখন হাসপাতালে (সকালে, থেকে : অপাদান)

যে পাঁচটা কারকের উদাহরণ ওপরে দেওয়া হয়েছে সেগুলো বাক্যে যে ভাবে কর্ম গ্রন্থিত হয়ে থাকে তার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কর্ম (বল) ও অপাদান (ছাদ থেকে) কারকে প্রত্যক্ষ কর্ম যেভাবে ব্যবহৃত সেখানে দুটো অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য থাকায় তা সমশ্রেণীর হয়ে পড়েছে। দুটো কর্মের মধ্যে বাক্যরীতিক গঠনগত পার্থক্য হচ্ছে অপাদানে কর্মপ্রবচনীয় 'থেকে' অন্তর্ভুক্ত এবং কর্মে কোন অন্ত্য-প্রত্যয় বা কর্মপ্রবচনীয় অনুপস্থিত। করণ (২৬ খ), অধিকরণ (২৬ গ) এবং সম্প্রদানে (২৬ ঘ) প্রত্যক্ষ কর্মের পূর্বে ব্যবহৃত কর্মের সাহায্যে কারকরূপ নির্দেশিত (ছুরিতে ২৬ খ, ঢাকাতে ২৬ গ, মৌটুসীকে ২৬ ঘ) এবং প্রত্যেকটি বিশেষ্যের সঙ্গেই অন্ত্য-প্রত্যয় সংযুক্ত। যে পার্থক্য লক্ষণীয় তা হল, প্রাণীবাচক বিশেষ্য সম্প্রদানে (২৬ঘ), অন্যান্য কারকে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত। এদিক থেকে করণ ও অপাদান থেকে সম্প্রদান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বাংলায় কারক সংখ্যা নির্ধারণে দ্বিবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান। কারকগুলি বিশেষ্যের ব্যবহার অনুযায়ী শাখাভুক্ত করা যায় অথবা বিভিন্ন বিশেষ্যের ব্যবহারগত দিক থেকে উপ-শাখাভুক্ত করা সম্ভব। প্রথম ধারা অনুসরণ করলে বাংলায় কারক সংখ্যা নিম্নলিখিত ক্রমধারা অনুযায়ী সংখ্যায় তিনটি।

(২৭) ক. কর্তৃকারক কারক হিসাবে অদ্বিতীয়, এখানে কোন কর্ম কারক নির্দেশে অব্যবহৃত।

খ. কর্ম একটি প্রধান কারকরূপে বিবেচিত প্রত্যক্ষ কর্মের চিহ্নিত ব্যবহারিক রূপের জন্য এবং অন্য ক্ষেত্রে কারক নির্ণয় প্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা চিহ্নিত হয় বলে এই কারকের অধীনস্থ

হয়ে পড়ে। এগুলো স্বতন্ত্র কারক হিসাবে গ্রহণ করা যায়, যেহেতু এগুলোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয়ের অন্তর্ভুক্তি ও একই সঙ্গে প্রত্যক্ষ কর্মের বিভিন্ন বিভাজন অনুমোদন করে। এই প্রক্রিয়া নীচের চিত্রের সাহায্যে নির্দেশ করা যায়।

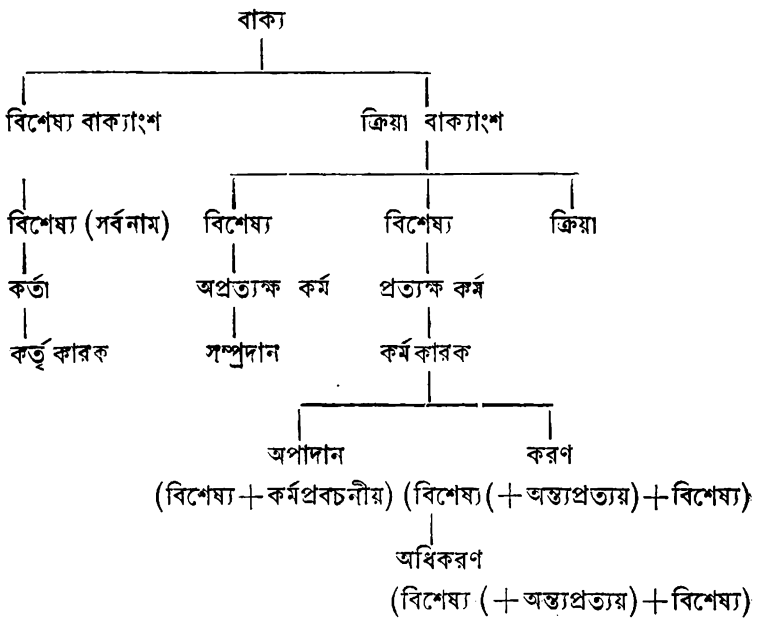

অধিকরণে সমশ্রেণীর বাক্যরীতিক গঠন বিদ্যমান থাকায় করণের পরবর্তী পর্যায়ে অথবা করণের অধীনে নির্দেশ যুক্তিযুক্ত।

গ. কর্মকারক থেকে সম্প্রদান এজন্যে পৃথক যে এই কারক অপ্রত্যক্ষ কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা প্রাণীবাচক (মানবিক) এবং এর সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষ কর্মের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে বাংলায় পাঁচটি কারক পাওয়া যায়। নীচে কারক নির্ণয়ে এই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হল।

(২৮) ক. প্রথম কারক : কর্তৃকারক
বিশেষ্য বাক্যাংশের শীর্ষ বিশেষ্য কারক রূপে ব্যবহৃত।

খ. দ্বিতীয় কারক : কর্মকারক
কারকরূপে প্রত্যক্ষ কর্ম চিহ্নিত।

গ. তৃতীয় কারক : সম্প্রদান কারক
কারকরূপে অপ্রত্যক্ষ কর্ম (যা প্রধানত মানবিক) চিহ্নিত। এই কারকই একমাত্র কারক যা অপ্রত্যক্ষ কর্ম অনুমোদন করে।

ঘ চতুর্থ কারক : অপাদান কারক
কারকরূপে প্রত্যক্ষ কর্মের সঙ্গে কর্মপ্রবচনীয় ব্যবহৃত।

ঙ. পঞ্চম কারক : করণ/অধিকরণ
এই কারক দুটিতে ক্রিয়ার পরিপূরক চিহ্নিত করে, যা প্রত্যক্ষ কর্মের পূর্বে ব্যবহৃত বলে বাক্যরীতিক গঠনে সমশ্রেণীর।

বাংলা কারকের দ্বিতীয় পুনঃ শাখাবিন্যাস প্রধানত বাক্যরীতিক কাঠামোর ওপর প্রতিস্থাপিত এবং এদিক থেকে বিচার করলে প্রথম শাখা-বিন্যাসের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য (২৭)।

১.৫ নতুন কারক সমীক্ষা

নীচে কারক সমীক্ষায় আরো প্রত্যক্ষ প্রস্তাব নির্দেশিত। এই সমীক্ষা মূলত বাক্যরীতির গঠনগত দিক থেকে এবং বিভিন্ন বিশেষ্যের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় বা কর্মপ্রবচনীয় যুক্ত হয়ে যেভাবে কারক নির্দেশ করে সেদিক থেকে বিচার করা হয়েছে। আলোচনায় বাংলায় ব্যবহৃত দুটো কারক যেভাবে একটা সহ-শাখার অন্তর্ভুক্তিকরণের সাহায্যে বিচার করা সম্ভব, তা নির্দেশ করা হয়েছে।

(২৯) কারকের ক্রিয়াগত দিক

ক. কর্তৃকারক
বিশেষ্য (+মানবিক) +অন্ত্যপ্রত্যয় —এ,—আ—তে+ (বিশেষ্য) +ক্রিয়া

খ. কর্মকারক

বিশেষ্য (+মানবিক) (সর্বনাম)+ [বিশেষ্য(±মানবিক±অন্ত্য-প্রত্যয়] —কে + ক্রিয়া

গ. সম্প্রদান কারক

বিশেষ্য (±মানবিক) (সর্বনাম) +বিশেষ্য (+মানবিক+অন্ত্য-প্রত্যয়—কে)+বিশেষ্য (—মানবিক—অন্ত্য-প্রত্যয়)

ঘ. অপাদান কারক

বিশেষ্য (+মানবিক) (সর্বনাম) +বিশেষ্য (-মানবিক)+কর্মপ্রবচনীয় (থেকে, হতে, দিয়ে) +ক্রিয়া

ঙ. করণকারক

বিশেষ্য (+মানবিক) +[বিশেষ্য (-মানবিক+অন্ত্য-প্রত্যয় -এ-তে/+কর্মপ্রবচনীয় (করে)]+ [বিশেষ্য](-মানবিক)+ক্রিয়া

চ. অধিকরণ কারক

বিশেষ্য(+মানবিক)(সর্বনাম)+[বিশেষ্য (-মানবিক+অন্ত্য-প্রত্যয়—এ / (+কর্মপ্রবচনীয় মধ্যে, ভেতরে, দিয়ে)] +(বিশেষ্য) (-মানবিক)+ক্রিয়া

বাংলায় বিভিন্ন কারকের ক্রিয়া নির্দেশ করে নীচে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ।

(৩০) ক. পাখি ডাকে (পাখি) পাখি : কর্তা,+প্রাণীবাচক বিশেষ্য, —অন্ত্য-প্রত্যয়

খ. মেঘ ডাকে (মেঘ) মেঘ : কর্তা,—প্রাণীবাচক বিশেষ্য, —অন্ত্য-প্রত্যয়

গ. মৌটুসী/সে পড়ছে (মৌটুসী/সে) : কর্তা-সর্বনাম / মানবিক বিশেষ্য,—অন্ত্য-প্রত্যয়

ঘ. বাঘ (এ) গরুটাকে হত্যা করেছে (বাঘ) বাঘ (এ): কর্তা+প্রাণীবাচক বিশেষ্য,—অন্ত্য-প্রত্যয়

(৩১) ক. মনজুলা অনিতাকে জানে (অনিতাকে) অনিতাকে : কর্ম, মানবিক বিশেষ্য, অন্ত্য-প্রত্যয়—কে (+মানবিক)

খ. উর্মি রুটি খাচ্ছে (রুটি) রুটি : কর্ম, অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য, —অন্ত্য-প্রত্যয়

(৩২) ক. মউ রূপনকে বই দিয়েছে (রূপনকে) রূপনকে : কর্ম, মানবিক বিশেষ্য, অন্ত্য-প্রত্যয়-কে (+মানবিক)

খ. অনিতা/সে ছাদ থেকে পড়েছে ছাদ থেকে : কর্ম, অপ্রাণী-বাচক বিশেষ্য, বিশেষ্য+কর্মপ্রবচনীয়

(৩৩) ক. রূপন/সে ছুরিতে পেন্সিল কাটছে ছুরিতে : কর্ম, অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য, অন্ত্য-প্রত্যয়—তে

খ. রূপন/সে চোখ দিয়ে দেখে চোখ দিয়ে : কর্ম, অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য, বিশেষ্য+কর্মপ্রবচনীয়

(৩৪) ক. ছেলেরা মাঠে খেলছে মাঠে : কর্ম, অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য, অন্ত্য-প্রত্যয়—এ

খ. তার মনের মধ্যে অনেক অশান্তি আছে মনের (মধ্যে) : কর্ম, অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য, কর্মপ্রবচনীয়

(২৯) সংখ্যক উদাহরণে নির্দেশিত কারক প্রক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ওপরের উদাহরণে বাক্যরীতিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে কারক নির্দেশ করা হয়েছে। বাক্যে রূপমূলের ক্রমবিন্যাসের সাহায্যে উদাহরণ উপস্থাপিত। বাক্যের মধ্যে রূপমূলগুলি যেভাবে কারক নির্দেশ করে তার সাহায্যে অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয়ের অন্তর্ভুক্তিসহ এই দিকটি নির্দেশিত। (২৯)-এর তালিকা রূপমূলের বাক্যে বিভাজন ও বাক্যরীতিক গুণের ওপর ভিত্তি করে সতর্কতার সঙ্গে গ্রন্থিত। কর্তৃকারক বাক্যের শীর্ষ বিশেষ্য দ্বারা সর্বদা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না, যা পক্ষান্তরে (বিশেষ্য বা) সর্বনাম হতে পারে। অধিকাংশ কারকে, কোন প্রকার অন্ত্য-প্রত্যয়ের সংযুক্তি ছাড়াই শীর্ষ বিশেষ্য কারক প্রক্রিয়া নির্দেশ করে থাকে। বিশেষ্যের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় সংযুক্তির পর তার সঙ্গে -এ অথবা -আর যুক্ত হয়। বাক্য মধ্যে দ্বিতীয় বিশেষ্যের সংযুক্তি ঐচ্ছিক। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাক্যরীতিক গুণাবলী প্রয়োগ করার পর, এক একটি কারকের জন্য কারক ধারণা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়ায় একটি বাক্যের কারকই চিহ্নিত হবে, এবং বাক্যের অন্যান্য কারক অচিহ্নিত অবস্থায় থাকবে। এর একমাত্র কারণ, একটি বাক্যে একাধিক কারক নির্দেশ করা হলে বাক্যস্থিত বিভিন্ন রূপমূলের বাক্যরীতিক বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে বিভিন্ন কারক নির্দেশ-করণে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। এখানে প্রধান যে প্রক্রিয়াটি অনুসরণ করা হয়েছে

তা নীচে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে : বাক্যের কর্তা স্থিরীকরণ (যা সর্বদা কর্তৃকারক রূপে ব্যবহৃত), ক্রিয়া নির্দেশকরণ, এবং তারপর বিভিন্ন কারকের জন্য কর্ম চিহ্নিতকরণ, যার সাহায্যে বিভিন্ন বাক্যরীতিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত হবে (কর্তৃকারক ছাড়া)। কর্মরূপে বিভিন্ন রূপমূল অন্ত্য-প্রত্যয়সহ অথবা কর্মপ্রবচনীয়সহ গ্রহণ করলে তার মাধ্যমে কারকের বিভাজন দেখান সম্ভব। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে রূপমূলের বাক্যরীতিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায়।

(৩৫) ক. যে-সব রূপমূল অন্ত্য-প্রত্যয় অথবা কর্মপ্রবচনীয় ছাড়া ব্যবহৃত ;
খ. অন্ত্য-প্রত্যয়সহ যে-সব রূপমূল ব্যবহৃত ;
গ. কর্মপ্রবচনীয়সহ যে-সব রূপমূল ব্যবহৃত ;
ঘ. যে-সব রূপমূল অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয়সহ ব্যবহৃত ;
ঙ. অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয়সহ বা ব্যতীত যে-সব রূপমূল অন্য রূপমূলের আগে ব্যবহৃত (ক, খ, গ, ঘ ছাড়া)।

কর্তৃকারক রূপে ব্যবহৃত শীর্ষ বিশেষ্য ও ক্রিয়া ছাড়া রূপমূলের পর্যায়ক্রম অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয়সহ বা ছাড়া দেখান হয়েছে। বিভাজন প্রক্রিয়া থেকে এটা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে রূপমূলের বিভাজন নির্দিষ্ট ক্রিয়া-মূলক বৈশিষ্ট্যের ওপর স্থাপিত এবং এর সাহায্যে বিভিন্ন কারক নির্দেশিত।

কর্মকারকের একটি সাধারণ বাক্যরীতিক গঠন বিদ্যমান এবং প্রত্যক্ষ কর্ম ব্যবহারের পর তা নির্দেশিত হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষ কর্ম মনুষ্যবাচক বা অমনুষ্যবাচক বিশেষ্য হতে পারে। কর্ম মনুষ্যবাচক বিশেষ্য হলে তার সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয়ে থাকে। অন্যদিকে, কর্ম অমনুষ্যবাচক বিশেষ্য হলে তার সঙ্গে কোন অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয় না (২৯-২)। -কে অন্ত্য-প্রত্যয় বিশেষ্যের মানবিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। তার কারণ, এই প্রত্যয় কোন সময়েই অমনুষ্যবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় না (যেমন, *বইকে, *গাছকে)। সরল বাক্যে বিধেয় পরিপূরক সংযুক্ত হয় না বলে বাক্যমধ্যে শুধুমাত্র বিশেষ্যই কর্ম স্থানে ব্যবহৃত হওয়ায় কর্ম নির্দেশ সহজ হয়ে পড়ে।

সম্প্রদানে বাক্যমধ্যে দুটো কর্মের অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজনীয়, তার মধ্যে একটা মানবিক (অথবা প্রাণীবাচক অথবা জীবন্ত) এবং অপরটি অপ্রাণী-বাচক বিশেষ্য। এক্ষেত্রে মানবিক বিশেষ্য দ্বারা কারক নির্দেশিত হয় তার

সঙ্গে সর্বদা -কে অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয় (+মানবিক অন্ত্য-প্রত্যয় সর্বদা মানবিক বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়)। দ্বিতীয় অমানবিক বিশেষ্য মানবিক বিশেষ্যের পর অন্ত্য-প্রত্যয়হীন অবস্থায় ব্যবহৃত (২৯-৩)।

অপাদানে শার্ষস্থানীয় বিশেষ্যের পর একটা অমানবিক বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় এবং অমানবিক বিশেষ্যের পর কর্মপ্রবচনীয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে(২৯-৪)। বাংলায় অপাদান একমাত্র কারক যেখানে কর্মপ্রবচনীয়ের সাহায্যে কারক চিহ্নিত এবং অন্যান্য কারকের তুলনায় এই কারক বেশ স্পষ্ট।

করণে দুটো অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য শীর্ষ বিশেষ্যের পর ব্যবহৃত হতে পারে। অবশ্য, বাক্যে প্রথম বিশেষ্য কারকরূপে ক্রিয়াশীল বলে দ্বিতীয় বিশেষ্যের অন্তর্ভুক্তি বাধ্যতামূলক নয়। কর্মের সঙ্গে করণের পার্থক্য হল যে, উভয় কারকে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হলেও কর্মকারক নির্দেশে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে কোন অন্ত্য-প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। অন্য দিকে, করণে অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হয় অথবা তার পরে কর্মপ্রবচনীয় থাকতে পারে। যখন প্রথম বিশেষ্যের সঙ্গে -এ সংযুক্ত হয় তখন তার পর দ্বিতীয় অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য থাকে (যেমন, আমাকে গ্লাসে পানি দাও)। অধিকরণেও -এ অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে, কিন্তু উভয় কারকের মধ্যে স্পষ্ট বাক্যরীতিক পার্থক্য বিদ্যমান। যখন অধিকরণে -এ যুক্ত হয়, তখন দ্বিতীয় অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের ব্যবহার বাধ্যতামূলক নয় (যেমন, ছেলেরা মাঠে খেলছে) এবং -এর পর কোন কর্মপ্রবচনীয় অব্যবহৃত।

অধিকরণে দুটো অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য থাকতে পারে, কিন্তু এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিশেষ্যের ব্যবহার ঐচ্ছিক এবং প্রথম অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সাহায্যে কারক চিহ্নিত হয় (২৯-৬)। প্রথম অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত হলেও তারপর কোন অপ্রাণীবাচক বিশেষ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। করণের মত এখানে অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয় যুক্ত হতে পারে, কিন্তু প্রথম অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে অন্ত্য-প্রত্যয় যুক্ত এবং তারপর কর্মপ্রবচনীয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে (৩৪ ক, খ)। এই রূপগত বৈশিষ্ট্য করণের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় নয়।

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বাংলায় বাক্যরীতিক দিক থেকে কারক চিহ্নিতকরণ সম্ভব। প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে বৈয়াকরণরা

কারক নির্দেশে সুবিন্যস্ত বাক্যরীতিক বা অর্থগত দিকের সাহায্যে কারক ব্যাখ্যা করে থাকেন, একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে কারক ব্যাখ্যায় বাক্যরীতিক পর্যায়ক্রম সম্ভব সেখানে এই রীতির সাহায্যে এবং জটিলতার ক্ষেত্রে অর্থগত দিক প্রয়োগ করে থাকেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, বর্তমান কারক ধারণায় ফিলমোর অনুসৃত পদ্ধতির রৈখিক রীতি প্রয়োগ সম্ভব নয়। তার কারণ, তাঁর কারক রীতি মূলত অর্থতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে বাক্যরীতিক দিক অবজ্ঞাত। ফিলমোরের কারক ব্যাখ্যার সঙ্গে বর্তমান কারক প্রক্রিয়ার তুলনা করলে একটা বাক্যরীতিক কারকের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন অর্থতত্ত্বীয় দিক ব্যাখ্যা করবে, যা বর্তমান কারক-সমীক্ষায় ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হবে। কারক সমীক্ষার দুটি দিকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশে এখানে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

(৩৬) রূপন উর্মিকে বই দিয়েছে

বর্তমান কারক সমীক্ষায় (৩৬) সংখ্যক উদাহরণ এক সময়ে একটা কারক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য, অন্যথায় কারক প্রক্রিয়ায় বাক্যরীতিক দৃষ্টিকোণ থেকে রূপমূলের বিভাজন নির্দেশ অসম্ভব হয়ে পড়বে। প্রথম ক্ষেত্রে, কর্তৃকারক নির্দেশে 'রূপন' হচ্ছে শীর্ষস্থানীয় বিশেষ্য এবং বাক্যের কর্তারূপে কর্তাকারকরূপে চিহ্নিত। দ্বিতীয়ত, 'বই' কর্মকারক, এবং অন্য কারক অচিহ্নিত। তৃতীয়ত, 'উর্মি' সম্প্রদান কারক, এবং অন্য কারক অনির্দেশিত। ফিলমোর অনুসৃত প্রক্রিয়ায় 'দিয়েছে' ক্রিয়ার একই সঙ্গে বিশেষ্যের বিপরীতে তিনটি কারকরূপ বিদ্যমান। যেমন

(৩৭) দেওয়া + [কর্তৃস্থানীয়, সম্প্রদান, কর্ম]

যেসব বাক্যে একটি বিশেষ্য ও একটি ক্রিয়া অথবা একটি শীর্ষ বিশেষ্য-সহ অপর আর একটি বিশেষ্য বিদ্যমান ফিলমোরের পদ্ধতি শুধু সেক্ষেত্রেই সিদ্ধ। যেসব বাক্যে বাক্যরীতিক দিক থেকে কারকের সমশ্রেণীর ক্রিয়া বিদ্যমান, তা নীচের উদাহরণে দেখান হয়েছে।

(৩৮) ক. পাখি ডাকছে বিশেষ্য + ক্রিয়া

খ. বাক্যরীতিক / ক্রিয়াগত কারক
[+ কর্তৃকারক]

গ. ফিলমোরের পদ্ধতি
ডাকা : +[—কর্তা]

(৩৯) ক. মনজুলা চা খাচ্ছে বিশেষ্য + বিশেষ্য + ক্রিয়া

খ. বাক্যরীতিক / ক্রিয়াগত কারক
খাচ্ছে : + [কর্তৃকারক, কর্মকারক]
অচিহ্নিত/চিহ্নিত,'
চিহ্নিত অচিহ্নিত

গ. ফিলমোরের পদ্ধতি
খাওয়া : + [—কর্তৃকারক (চিহ্নিত)
কর্ম (চিহ্নিত)]

১.৬ ফিলমোর প্রস্তাবিত কারক-ব্যাকরণ

কারক-সম্পর্কিত প্রথাগত ব্যাকরণীয় তত্ত্ব ছাড়াও, সাম্প্রতিককালে কারক-সমীক্ষায় তিনটি ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা বিদ্যমান। যে-তিনজন ভাষাতাত্ত্বিক ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা হলেন ফিলমোর (১৯৬৮), এ্যান্ডারসন (১৯৭১) ও স্টারোস্টা (১৯৭৪)। এই ত্রয়ী ভাষাতত্ত্বীয় সমীক্ষায় ফিলমোরের কারক সম্পর্কিত তত্ত্ব বহুলভাবে গৃহীত ও আলোচিত। বর্তমান আলোচনায় ফিলমোর অনুসৃত পদ্ধতির আলোকে কারক ব্যাখ্যাত। ফিলমোরের সমীক্ষা বাক্যের অর্থগত ও অন্তর্ভাগীয় গঠনের (গভীর তলীয় গঠন) ওপর প্রতিষ্ঠিত। ফিলমোরের (১৯৬৮ : ২৪) কারক-ভাষ্য অনুযায়ী বাক্যের প্রথম ভিত্তিমূল হচ্ছে ক্রিয়ার ভাবরীতিক ও প্রস্তাবিতরীতিক : বাক্য → ক্রিয়ার ভাবরীতিক + প্রস্তাবিতরীতিক। প্রস্তাবিতরীতিক হচ্ছে বাক্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং বাক্যের এই অংশে কারক চিহ্নিত হয়। প্রস্তাবিত রীতিকের দুটি অংশ বিদ্যমান, একটি বিশেষ্য বাক্যাংশ ও অপরটি ক্রিয়া বাক্যাংশ। বিশেষ্য বাক্যাংশগুলি রৈখিক পর্যায়ক্রম অনুযায়ী নির্দেশিত এবং এর মধ্যে বিভিন্ন কারক চিহ্নিত হয়ে থাকে। বিশেষ্য বাক্যাংশ বিভিন্ন কারক-চিহ্ন দ্বারা শাসিত এবং কারক শ্রেণী দেখান হয় কারক + বিশেষ্য বাক্যাংশরূপে। এখানে বিশেষ্য বাক্যাংশের বিভিন্ন কারকের প্রতিস্তরীয় চিহ্ন নির্দেশিত হওয়ার পর অব্যবহিতভাবে ব্যবহৃত হয়। ক্রিয়ার ভাবরীতিক অংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার ভাব, নঞর্থক দিক ও ক্রিয়ার স্থিতিকাল প্রকৃতি। প্রস্তাবিতরীতিক দেখান হয় ক্রিয়া ও এক বা একাধিক কারকের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যরূপে। নীচে দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই বৈশিষ্ট্য নির্দেশিত।

(৪০) প্রস্তাবিতরীতিক →ক্রিয়া + কারক + ··· + কারক
প্রস্তাবিতরীতিক →ক্রিয়া + কর্তা
প্রস্তাবিতরীতিক →ক্রিয়া + কর্ম + কর্তা
প্রস্তাবিতরীতিক →ক্রিয়া + সম্প্রদান
প্রস্তাবিতরীতিক →ক্রিয়া + কর্ম + করণ + কর্তৃ

নীচের উদাহরণে প্রস্তাবিতরীতিকের বর্ধিত রূপ দেখান হয়েছে।

(৪১) ক. আমি মৌটুসীকে একটা খেলনা দিয়েছিলাম ক্রিয়া-কর্ম-সম্প্রদান—কর্তা

খ. আমি একটা বই কিনেছিলাম ক্রিয়া-কর্ম—কর্তা

গ. একটা খেলনা আলমারির মধ্যে আছে ক্রিয়া-কর্ম-অধিকরণ

ঘ. রূপনের একটা খেলনা আলমারির মধ্যে আছে ক্রিয়া-কর্ম অধিকরণ-সম্প্রদান

ঙ. রায়হান বাক্সের মধ্যে টাকা রেখেছিল ক্রিয়া-কর্ম-অধিকরণ -কর্তা

চ.	দরজা খুলল	ক্রিয়া-কর্ম
ছ.	চাবি বাক্স খুলল	ক্রিয়া-কর্ম-করণ
জ.	সে বাক্স খুলল	ক্রিয়া-কর্ম-কর্তা
ঝ.	সে চাবি দিয়ে বাক্স খুলল	ক্রিয়া-কর্ম-করণ-কর্তা
ঞ.	সে তার বোনের সঙ্গে আছে	ক্রিয়া-কর্ম-একত্রীকরণিক

উপরোক্ত কারক উপাদানমূলীয় অংশে একটি কারক অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে, এবং একই কারক একবারের বেশী অন্তর্ভুক্ত হবে না। ফিলমোর (১৯৬৮) কারক প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন তা নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখান যায়।

(৪২) ক. ময়না, যে মউকে একটা ফ্রক দিয়েছিল, সে তার বান্ধবী

খ. (৪২ ক)-র বাক্যাংশ গঠনের বৃক্ষচিত্র

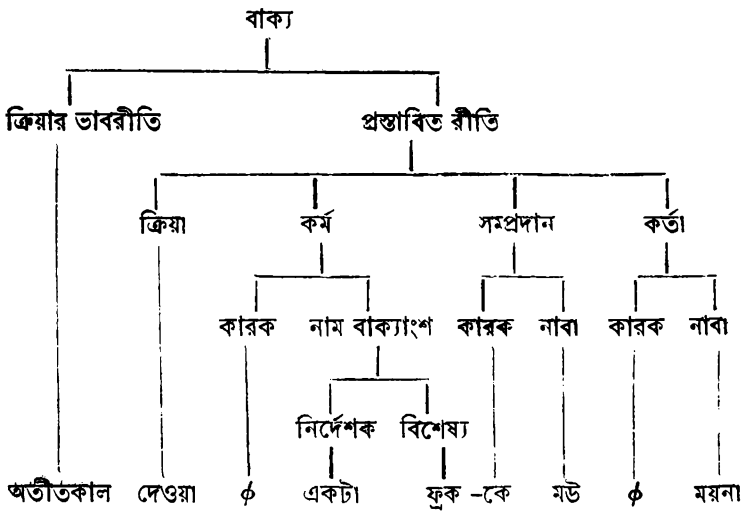

(৪২ ক) সংখ্যক বাক্যের জন্য তিনটি কারক নির্দেশিত, যেখানে বিশেষ্য বাক্যাংশ কর্মকারক, সম্প্রদান ও কর্তৃকারক দ্বারা চিহ্নিত। কর্ম ও কর্তার জন্য কোন কারকচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি, শুধুমাত্র সম্প্রদান নির্দেশের জন্য -কে অন্ত্য-প্রত্যয় ব্যবহৃত। (৪২ ক) বাক্যের বাক্যাংশ গঠন চিত্র নিম্নরূপ দেখাবে।

(৪৩) ক. বাক্য →ক্রিয়ার ভাবরীতি +প্রস্তাবিতরীতি
খ. প্রস্তাবিতরীতি →ক্রিয়া +কর্ম +সম্প্রদান +কর্তা
গ. কর্ম →কারক কর্ম +বিশেষ্য বাক্যাংশ
ঘ. নির্দেশক →কারক নির্দেশক +বিশেষ্য বাক্যাংশ
ঙ. কর্তা →কারক কর্তা +বিশেষ্য বাক্যাংশ
চ. বিশেষ্য বাক্যাংশ →(নির্দেশক) +বিশেষ্য

(৪৪) আভিধানিক সূত্র

ক. ক্রিয়ার ভাব →অতীত
খ. ক্রিয়া →দেওয়া
গ. কারক কর্ম → ϕ

ঘ. কারক সম্প্রদান →-কে
ঙ. কারক কর্তা → ϕ
চ. নির্দেশক →একটা
ছ. বিশেষ্য →ফ্রক
জ. নাম →ময়না, মউ

(৪২ ক) উদাহরণে বাক্যের কর্তা হচ্ছে কর্তৃকারক। কর্তা নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে প্রত্যেক বাক্যের একটা বাহ্যিক কর্তা বর্তমান, যা কারকরূপে চিহ্নিত হয়। ফিলমোর (১৯৬৮ : ৩৫-৩৬) নিম্নালিখিত কারক-কাঠামো থেকে কর্তানির্বাচনী প্রক্রিয়া নির্দেশ করেছেন : কর্তা কর্তৃ-করণ-কর্ম কারক থেকে কর্তা নির্বাচন করতে হবে। যদি বাক্যে প্রতিনিধি উপস্থিত থাকে, তাহলে তা কর্তারূপে ব্যবহৃত হবে, যদি বাক্যে কোন প্রতিনিধি না থাকে তাহলে করণীয়ককে কর্তারূপে বেছে নিতে হবে, এবং যদি বাক্যে প্রতিনিধি ও করণীয়ক উভয়ই অনুপস্থিত থাকে, তাহলে কর্ম কর্তারূপে বিবেচিত হবে।

কর্মকারকের ক্ষেত্রে ফিলমোর (১৯৬৮: ৩৬) সকর্মক ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ কর্ম নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বৃক্ষচিত্রে কর্মকে ক্রিয়ার পরই দেখাতে হবে (৪২ খ)। সাধারণত কর্মকারকে কোন কারকচিহ্ন ব্যবহৃত হয় না, যা বাংলায়ও কমবেশী সমানভাবে প্রযোজ্য। বৃক্ষচিত্রে কর্মের সংস্থাপন কর্মকারকের চিহ্নের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। যদি কর্ম কর্মকারকরূপে বিবেচিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তা ক্রিয়ার পর অবস্থান করে, কিন্তু যদি কর্ম অন্য কোন কারক রূপে ব্যবহৃত হয়, যেমন ধরা যাক সম্প্রদান রূপে, তাহলে তা বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হবে। এই সূত্র কর্তৃবাচ্য রূপান্তরের ক্ষেত্রে সিদ্ধ হলেও কর্মবাচ্য রূপান্তরের জন্য বিস্তৃত করা হবে না, তার কারণ চলিত বাংলায় কর্মবাচ্য তেমন প্রচলিত নয়। কর্তৃবাচ্য-মূলীয় বাক্যের জন্য চারটি রূপান্তরের প্রয়োজন। এগুলো হল : ক. কর্তা নির্বাচন, খ. কর্ম নির্বাচন, গ. ক্রিয়ার কালের যৌথ সাদৃশ্য, এবং ঘ. সীমা-নির্দেশক সূত্র। কর্মবাচ্যীয় বাক্যগুলি কর্তৃবাচ্যীয় বাক্য থেকে শুধুমাত্র সূত্রের দিক থেকেই ভিন্নতর।

ফিলমোর (১৯৭০) কারক সম্পর্কিত তাঁর মতবাদ প্রথম প্রকাশের দু'বছর পর প্রথম সূত্রের প্রভূত পরিবর্তন নির্দেশ করেন। ১৯৬৮ সালে বাক্য

গঠিত হত ক্রিয়ার ভাবরীতি ও প্রস্তাবিত রীতির সহযোগে এবং প্রস্তাবিত রীতির মধ্যস্থিত বিশেষ্য বাক্যাংশের সাহায্যে বিভিন্ন কারক চিহ্নিত হত। বিভিন্ন কারক কারকগ্রন্থির ছত্রচ্ছায়ায় কারক চিহ্ন+বিশেষ্য বাক্যাংশরূপে নির্দেশ করা হত। ফিলমোর (১৯৭০) নতুন কারক ব্যাকরণের মডেলে ক্রিয়ার ভাবরীতি ও কারক চিহ্ন দুইই বর্জিত হয়। তার পরিবর্তে বাক্যের গভীরতলের সাহায্যে কারক নির্দেশক প্রক্রিয়া প্রবর্তিত হয় এবং বাক্যের প্রধান ক্রিয়ার বিপরীতে বিভিন্ন কারক নির্দেশ করা হয়। দুটো মডেলের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তা পাশাপাশি নীচের উদাহরণে তুলনা করে দেখালে রীতিগত পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

(৪৫) ক. রূপন, যে পাথর দিয়ে কাপ ভেঙেছিল, সে এখন ঘুমুচ্ছে

খ. (৪৫ ক) -এর গভীরতলের গঠন (১৯৬৮-র মডেল)

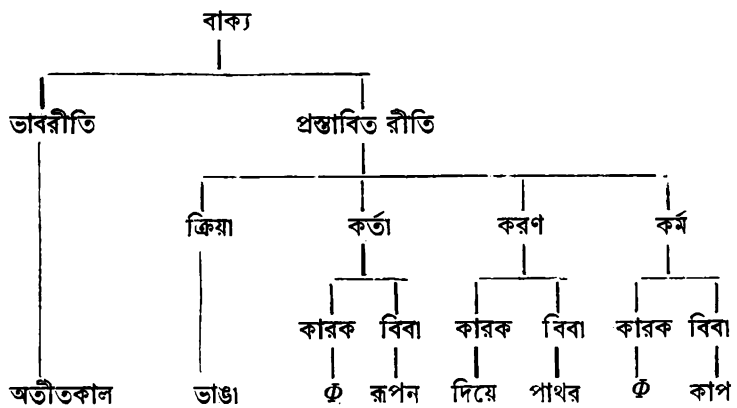

গ. (৪৫ ক)-এর গভীরতলের গঠন (১৯৭০-এর মডেল)

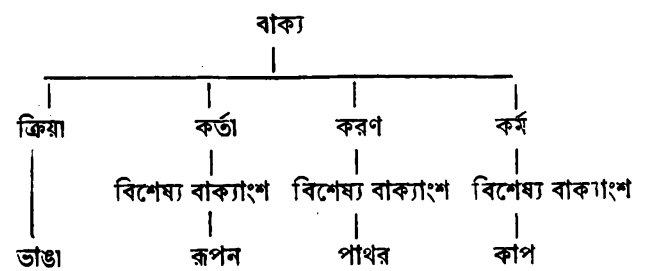

ফিলমোর (১৯৭০) প্রবর্তিত নতুন কারক কাঠামো দেখে একথা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় যে, তাঁর নতুন সূত্র অপেক্ষাকৃত সহজতর এবং তা বাক্যের গভীরতলের গঠন ও অর্থগত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১৯৭০ সালের মডেল থেকে বোঝা যায় যে, কারক নির্দেশে বিশেষ্য বাক্যাংশ প্রাধান্যপ্রাপ্ত এবং গ্রন্থির মধ্যে কোন কারক চিহ্ন অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বিভিন্ন কারক ক্রিয়ার কার্যকারণের সাহায্যে ব্যাখ্যাত।

১৯৬৮ সালের মডেলের কারক ব্যাকরণের বাক্যরীতিক ও অর্থতত্ত্বীয় পরিবর্তন ছাড়াও ১৯৭০ সালের মডেলে কারক সংখ্যার পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। ১৯৬৮-র মডেলে কারকের সংখ্যা হচ্ছে নয় (১৯৬৮ : ২৪-২৫)। কারকগুলি যথাক্রমে কর্তৃস্থানীয়, করণ, সম্প্রদান, অধিকরণ, কর্ম, সময়, প্রযোজক, উপকারসাধক ও একত্রীকরণিক। নতুন মডেলে সম্প্রদান ও উপকারসাধক বর্জিত হয়ে তিনটে নতুন কারক অন্তর্ভুক্ত। এই নতুন কারক হচ্ছে : অভিজ্ঞতাকারক, লক্ষ্য ও প্রভব। সম্প্রদানের শূন্যস্থানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে অভিজ্ঞতাকারক ও লক্ষ্য। বাক্যের (Sentence বা S) পরিবর্তে (Sent) শব্দটি ব্যবহৃত কারক ব্যাকরণের গভীরতলীয় গঠন নির্দেশে। ফিলমোর ১৯৬৮ সালে নটা কারক উল্লেখ করেছিলেন, ১৯৭০ সালে তার সংখ্যা দাঁড়ায় দশ। নতুন কারকগুলি হচ্ছে : কর্তা, অভিজ্ঞতা-কারক, করণ, কর্ম, প্রভব, লক্ষ্য, উপকারকিতা, একত্রীকরণিক, অধিকরণ ও সময়। এই দশটি কারকের মধ্যে কর্তা, অভিজ্ঞতাকারক, করণ, কর্ম, লক্ষ্য ও প্রভব প্রধান কারকরূপে গৃহীত এবং অপর চারটি কারক (অধি-করণ, কালবৃত্ত, একত্রীকরণিক, উপকারকিতা) প্রান্তীয় কারকরূপে গৃহীত। ফিলমোরের প্রথম কারক ব্যাখ্যার মত এখানেও ক্রিয়ার ভূমিকা একই থেকেছে এবং কারক-কাঠামোর মধ্যে কারকগুলি চিহ্নিত হয়েছে। (৪৫ ক)-এ প্রদত্ত উদাহরণের সাহায্যে ক্রিয়ার কারক-কাঠামো পুনঃ নির্দেশ করা যেতে পারে।

(৪৬) ভাঙা + [—(কর্তা) (করণ) কর্ম]

'ভাঙা' ক্রিয়ার জন্য ব্র্যাকেটের সাহায্যে ঐচ্ছিক কারক চিহ্ন নির্দেশিত। এর সাহায্যে বোঝা যায় যে বিশেষ্য বাক্যাংশের কারক হচ্ছে কর্মকারক এবং কারক-কাঠামোর মধ্যে এটাই মুখ্য কারক।

নতুন কারক ব্যাকরণে কতকগুলো নবতর ধারণাও উপস্থাপিত। এগুলো হচ্ছে শূন্য ভূমিকা, গঠিত ভূমিকা ও সহসম্পর্কিত ভূমিকা। এই অভিধা পূর্ববর্তী কারক ব্যাকরণে ব্যবহৃত হয়নি। ক্রিয়া নির্বাচন বিশেষ্যের ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। যে কোন বিশেষ্যের কারক-বৈশিষ্ট্য ক্রিয়ার বিশেষ পরিবেশের মাধ্যমেই চিহ্নিতকরণ সম্ভব। কারক নির্ণয়ে অর্থতত্ত্বীয় দিক ফিলমোরের নতুন কারক-ব্যাকরণে অনেক বেশী গুরুত্বপ্রাপ্ত এবং এখানে ক্রিয়াকে কেন্দ্রস্থানীয় উপাদান ধরে গভীরতলীয় গঠনের মধ্যে দিয়ে নির্দেশ করা হয়। পরবর্তীকালে শ্যেফ (১৯৭০) কারকতত্ত্ব ব্যাখ্যায় নতুন পদ্ধতি প্রয়োগে কতকগুলি পরিবর্তন নির্দেশ করেন। তাঁর সাতটা কারক হচ্ছে: কর্তা, অভিজ্ঞতাকারক, উপকারপ্রাপক, ধৈর্যধারক, পরিপূরক, অধিকরণ ও করণ। তিনি (১৯৭০ : ৯৬) ক্রিয়াগুলি শর্ত ক্রিয়া, আকারণ ক্রিয়া, প্রক্রিয়া ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া-আকারণ ক্রিয়ারূপে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর এই সমীক্ষাও অর্থতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারক ব্যাকরণে ক্রিয়ার শ্রেণীকরণ প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে কারক-কাঠামোর মধ্যে বিশেষ্য বাক্যাংশের ভূমিকা নির্দেশ করে। এদিক থেকে বিচার করে সমস্ত ক্রিয়াগুলি নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

(৪৭) ক. মৌলরূপীয় ক্রিয়া

শর্ত ক্রিয়া, আকারণ ক্রিয়া, প্রক্রিয়া ক্রিয়া, প্রক্রিয়া-আকারণ ক্রিয়া

খ. পরীক্ষামূলক ক্রিয়ারূপ

শর্ত পরীক্ষামূলক ক্রিয়া, আকারণ পরীক্ষামূলক ক্রিয়া, প্রক্রিয়া পরীক্ষামূলক ক্রিয়া, প্রক্রিয়া-আকারণ পরীক্ষা-মূলক ক্রিয়া

গ. উপকারকিতা ক্রিয়ারূপ

শর্ত উপকারকিতা ক্রিয়া, আকারণ উপকারকিতা ক্রিয়া, প্রক্রিয়া-আকারণ উপকারকিতা ক্রিয়া, প্রক্রিয়া উপকারকিতা ক্রিয়া

ঘ. অধিকরণ ক্রিয়ারূপ

শর্ত অধিকরণ ক্রিয়া, আকারণ অধিকরণ ক্রিয়া, প্রক্রিয়া-অধিকরণ ক্রিয়া, প্রক্রিয়া-আকারণ অধিকরণ ক্রিয়া

মৌল ক্রিয়া অধিকরণ ক্রিয়া ও শর্ত ক্রিয়া, আকারণ ক্রিয়া ও প্রক্রিয়া ক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে দুটি ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীকরণ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক ক্রিয়ার সাহায্যে আবেগ ও সংবেদন প্রকাশিত হয়। অধিকরণ ক্রিয়াগুলো অধিকরণ শর্ত, গতির কারণে স্থান পরিবর্তন, অথবা একই সঙ্গে উভয় রূপ প্রকাশের মাধ্যমে দুটো অবস্থার বর্ণনা দেয়। উপকারকিতা ক্রিয়ার মাধ্যমে কোন বস্তুর স্থানান্তর ও অধিকার নির্দেশিত হয়। যেহেতু ক্রিয়াগুলো কতকগুলো বিশেষ্য বাক্যাংশের বিপরীতে নির্ভরতার সম্পর্ক নির্দেশ করে, সেজন্য বিশেষ্য বা বিশেষ্য বাক্যাংশের সাহায্যে কারক চিহ্নিত হয়ে থাকে। ফিলমোর (১৯৬৯ : ৩৬৬) যেভাবে কারক-কাঠামো নির্দেশ করেছেন তা নিম্নলিখিতভাবে নির্দেশ করা যায়।

(৪৮) ক. প্রভব ও লক্ষ্য
মউ, যে মনজুলার কাছ থেকে একটা পুতুল পেয়েছিল, সে তার ঘনিষ্ট বান্ধবী

খ. (৪৮ ক) -এর জন্য কারক-কাঠামো
পাওয়া + [—কর্তা, উপকারকিতা, কর্ম]

গ. ক=লক্ষ্য←—খ=প্রভব
মউ মনজুলা
[খ=প্রভব লক্ষ্যের কাছে হারায়=মউ-এর কাছে মনজুলা হারায়]

ঘ. মউ, যে মনজুলাকে একটা পুতুল দিয়েছিল, সে তার বান্ধবী

ঙ. (৪৮ ঘ)-এর কারক কাঠামো
দেওয়া +[—কর্তা, উপকারকিতা, কম]

চ. ক=প্রভব—→খ=লক্ষ্য
[ক=লক্ষ্যের কাছে প্রভব হারায়=মনজুলার কাছে মউ হারায়]

(৪৯) কারকের বহির্ভাগীয় গঠন

ক. ছেলেটা, যে ঘরে জানালা লাগিয়েছে, সে ভালো মিস্ত্রি

খ. ছেলেটা, যে ঘরে জানালা লাগিয়েছে
কর্তা অধিকরণ কর্ম ক্রিয়া
লাগানো +[—কর্তা, অধিকরণ, কর্ম]

গ. ছেলেটা জানালা লাগিয়েছে
কর্তা কর্ম ক্রিয়া
লাগানো +[—কর্তা, কর্ম]

ঘ. ছেলেটা ঘরে লাগিয়েছে
কর্তা অধিকরণ ক্রিয়া
লাগানো +[—কর্তা, অধিকরণ]

ঙ. ছেলেটা লাগিয়েছে
কর্তা ক্রিয়া
লাগানো +[—কর্তা]

চ. জানালা লাগিয়েছে
কর্ম ক্রিয়া
লাগানো +[কর্ম]

ওপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যায় যে, 'লাগানো' ক্রিয়ার পাঁচটি গভীর-তল বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে [—কর্তা, অধিকরণ, কর্ম], [-কর্তা, কর্ম], [-কর্তা, অধিকরণ], [-কর্তা] ও [-কর্ম]।

ফিলমোরের কারক ব্যাকরণ মূলত ঔৎপাদিক অর্থতত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা বাক্যের যৌক্তিক গঠন ও বহির্ভাগীয় গঠনের বিশ্লেষণ নির্দেশ করে। উভয় সমীক্ষাই বিধেয় অংশে ক্রিয়াগত উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ্য বা সর্বনামের ব্যাখ্যা প্রদানে সক্ষম। কারক-ব্যাকরণের একটা অতিরিক্ত স্তর বিদ্যমান যেখানে ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত বিশেষ্যের ওপর কারক নির্দেশ করে দেয়। ঔৎপাদিক অর্থতত্ত্ব কেন্দ্রীয় বিধেয়ের (ক্রিয়া) এবং যুক্তির ক্রম-ধারার মধ্যে দিয়ে বাক্যের যৌক্তিক গঠন ও প্রতিজ্ঞীয় কাঠামোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে (ম্যাকলে, ১৯৬৮ : ৭১)।

ফিলমোরের (১৯৭৭) কারক সম্পর্কিত সর্বশেষ সমীক্ষায় বাক্যের গভীর-তলীয় কারক উপাদানের ওপর গুরুত্ব আরোপিত। এখানে অর্থতত্ত্বীয় ব্যাখ্যায় মডেলের স্থৈতিক মূল্যের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ঔৎপাদিক অর্থতত্ত্বের গভীরতলীয় গঠন বাক্যকে প্রস্তাবিত রীতি রূপে ব্যাখ্যা করে, যেখানে এর দুটো উপাদান বিদ্যমান, যা ক্রিয়া ও তিনটে বিশেষ্য প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করে। এর মাধ্যমেই প্রধানত যুক্তি উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। কারক-ব্যাকরণে ফিলমোরের বাক্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া ঔৎপাদিক

অর্থতত্ত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিভিন্ন সমশ্রেণীর স্তর বিদ্যমান। ঔৎপাদিক অর্থতত্ত্ব ও কারক-ব্যাকরণের নিকটবর্তিতা নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(৫০) ক. রায়হান, যে উজ্জ্বলকে একটা বই দিয়েছিল, সে তার বন্ধু

খ. কারক-ব্যাকরণ

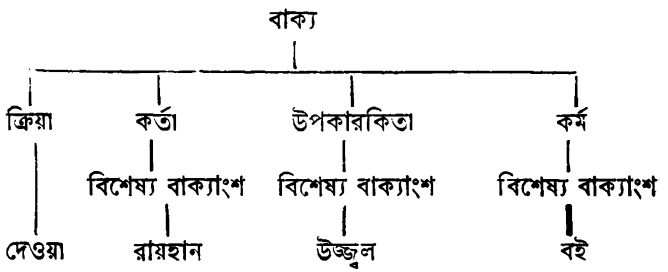

গ. ঔৎপাদিক অর্থতত্ত্ব

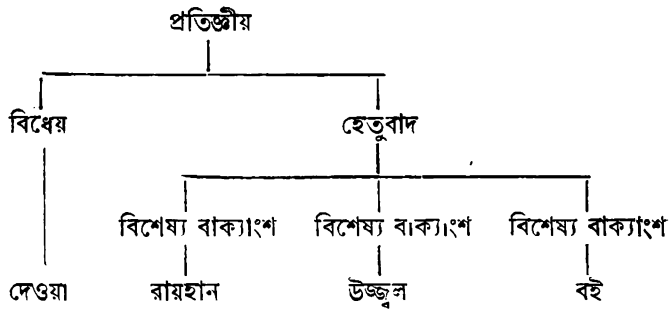

উভয় গঠনরূপের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য শুধু তাদের ব্যাখ্যাজনিত প্রক্রিয়ার মধ্যে বিদ্যমান।

১.৭ ফিলমোরের কারক-ব্যাকরণ ও প্রথাগত কারক-ব্যাকরণের তুলনা

ওপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাংলা ব্যাকরণ ও ফিল-মোরের সমীক্ষায় বিভিন্ন স্থৈতিক ও অর্থতত্ত্বীয় দৃষ্টিকোণ প্রতিফলিত। কারকের গভীরতলীয় গঠনের যে বিশ্লেষণরীতি বিদ্যমান, বাংলা কারক ব্যাখ্যায় তা কারক-কাঠামোর সাহায্যে দেখান হয় না। ফিলমোরের ব্যাখ্যা

বিস্তৃত সূত্র ও ব্যাখ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত। উভয় সমীক্ষাতেই ক্রিয়াকে বাক্যের কেন্দ্রবিন্দু রূপে দেখা হয় এবং ক্রিয়ার বিপরীতে বিভিন্ন বিশেষ্য বা সর্বনামের সম্পর্ক ব্যাখ্যাত হয়। ফিলমোরের কারক-কাঠামোর মধ্যে ক্রিয়ার বিপরীতে বিশেষ্যের সম্পর্ক নির্দেশে তিনটি কারক নির্দেশ অনুমোদিত এবং যুক্তিবাদীয় বাক্যরীতিক ভিত্তিতে বাক্যের ভিত্তি নির্দেশিত হয়ে থাকে। বাংলা বা সংস্কৃতে কারক-কাঠামোর কোন অস্তিত্ব নেই এবং কারক সমীক্ষায় বাক্যরীতিক গঠনের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং কখনো কখনো বাক্যের অর্থের ওপর ভিত্তি করে কারক ব্যাখ্যা করা হয়।

ক্রিয়া ও বিশেষ্যের বাক্যরীতিক সম্পর্ক কর্মপ্রবচনীয় ও অন্ত্য-প্রত্যয়ের সাহায্যে নির্দেশিত হয় বলে এগুলো কারক সুচিহ্নিত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম নয়। বহির্ভাগীয় বাক্যরীতিক স্তরে কারক নির্ণয়ে ব্যর্থতার ফলে সমশ্রেণীর অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয়ের সাহায্যে কারক নির্দেশে অর্থতত্ত্বের ওপর নির্ভর করা হয়। বাংলা কারক ব্যাখ্যায় বাক্যরীতিক-অর্থতত্ত্বীয় সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রিয়া বাক্যের কেন্দ্রবিন্দুরূপে গৃহীত এবং বিশেষ্য ক্রিয়ার বিপরীতে নিজেদের সম্পর্ক নির্দেশে ব্যবহৃত হয়।

১.৭.১ কর্তৃকারক

কর্তৃকারকে প্রাণীবাচক বিশেষ্য সর্বদা কর্তারূপে ব্যবহৃত। যে-সব অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য সক্রিয় সকর্মক বাক্যে ব্যবহৃত হয় (ফিলমোর, ১৯৬৮:২৩) তা বাক্যের কর্তারূপে ব্যবহারে সমর্থ বলে কর্তারূপে বিবেচনা করা সম্ভব। যেমন

(৫১) বাতাস ধাক্কা দিয়ে জানালার কাঁচ ভেঙে দিল

১.৭.২ কর্মকারক

কর্মকারকে প্রাণী বা অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হতে পারে।

১.৭.৩ সম্প্রদান কারক

শুধুমাত্র প্রাণীবাচক বিশেষ্য দ্বারাই সম্প্রদান নির্দেশিত হয়।

১.৭.৪ অপাদান কারক

অপাদানে শুধুমাত্র অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

১.৭.৫ করণকারক

শুধুমাত্র অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য করণে ব্যবহৃত হয়।

১.৭.৬ অধিকরণ কারক

অধিকরণ শুধুমাত্র অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য অনুমোদন করে।

কারক প্রক্রিয়ায় বিশেষ্যের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে, কর্তৃ ও কর্ম কারক অপ্রাণীবাচক বা প্রাণীবাচক বিশেষ্য অনুমোদন করে, সম্প্রদান শুধুমাত্র প্রাণীবাচক বিশেষ্য, অপাদান, করণ ও অধিকরণে শুধু অপ্রাণীবাচক বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়া থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ফিল-মোর (১৯৬৮ : ২৫) কারক নির্দেশে বিশেষ্যের ক্রিয়া সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেন, এখানেও সমশ্রেণীর গঠনপ্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। নীচে উদাহরণের সাহায্যে এই দিক দেখান হয়েছে।

(৫২) ক. ময়না বাক্স খুলল (ময়না) কর্তা
খ. বাক্স খুলল ময়না (ময়না) কর্তা
গ. চাবি বাক্স খুলল (চাবি) করণ
ঘ. ময়না চাবি দিয়ে বাক্স খুলল (চাবি দিয়ে) করণ
ঙ. ময়না বাক্স খোলার জন্য চাবি ব্যবহার করল (চাবি) করণ
চ. মনজুলা বিশ্বাস করেছিল যে জিতবে (মনজুলা) সম্প্রদান
ছ. আমরা মৌটুসীকে প্ররোচিত করেছিলাম যে তার জেতা উচিত (মৌটুসীকে) সম্প্রদান
জ. এটা মউ-এর কাছে স্পষ্ট হচ্ছিল যে তার জেতা উচিত (মউ-এর) সম্প্রদান

ওপরের বাক্যগুলিতে যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তা (১.৭.১—১.৭.৬) আগে বলা হয়েছে। এছাড়া, সমস্ত ক্রিয়ার সমশ্রেণীর কাঠামো নেই। তার কারণ, ক্রিয়াগুলি নির্বিচারে বিশেষ্যের অন্তর্ভুক্তি অনুমোদন করে না। নীচের উদাহরণে বাংলা ক্রিয়ার কারক-কাঠামো দেখান হয়েছে।

(৫৩) ক. খোলা +[—কর্ম]
মউ বাক্স খুলল (মউ, খুলল) +[-কর্ম, কর্তা]

খ. বাতাসে দরজা খুলল (বাতাস, দরজা) +[-কর্ম, করণ]
গ. মউ চাবি দিয়ে বাক্স খুলল (মউ, চাবি) +[-কর্ম, করণ, কর্তা]

'খোলা' ক্রিয়ার কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

(৫৪) খোলা +[—কর্ম, (করণ), (কর্তা)]
'খোলা' ক্রিয়ার মত 'বন্ধ' ক্রিয়ার একই কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।

ফিলমোরের কারক-কাঠামো এক সঙ্গে সর্বোচ্চ তিনটে কারক অনুমোদন করে। তার কারণ, যে-কোন ক্রিয়ার বিপরীতে বিশেষ্যকে তিনভাবে দেখান সম্ভব। নীচের মত বাক্য থাকলে তা বাতিল বলে এজন্যে গণ্য হবে যে বাক্যে অন্তর্ভুক্ত চতুর্থ বিশেষ্য ক্রিয়ার বিপরীতে কোন কারক-সম্পর্ক নির্দেশে অক্ষম।

(৫৪) মৌটুসী টেবিলের ওপরে কলম দিয়ে চিঠি লিখছে (টেবিলের)

এখানে কারক-কাঠামোতে 'টেবিল' কোন কারক রূপে চিহ্নিত হবে না। তার কারণ, ক্রিয়া 'লেখা'র সঙ্গে এই বিশেষ্যের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক অনুপস্থিত।

ওপরে উল্লিখিত কারক-ব্যাকরণের ব্যাখ্যা থেকে প্রথাগত বাংলা ব্যাকরণে কারক নির্ণয়-প্রক্রিয়া গ্রহণযোগ্য এবং বাংলা ছটা কারককেই ভিন্ন কারক রূপে গ্রহণ করা যায়। বিশেষ্যের মাধ্যমে কারক চিহ্নিতকরণে ক্রিয়া কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে বলে বাক্যে যে-সব বিশেষ্য ব্যবহৃত হয় সে-গুলোর সম্পর্ক নির্দেশের মাধ্যমে বাংলায় কারক নির্ণয় সম্ভব। এ-ক্ষেত্রে সে-গুলোর বাক্যরীতিক আচরণ যাই হোক না কেন, কারক বাক্যের গভীরতল গঠনে অন্তর্ভুক্ত হয় বলে অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয়ের অন্তর্ভুক্তিগত দিক দূরে সরিয়ে রাখা যায়। নীচের উদাহরণে বাংলার ছটা কারক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(৫৫) ক. ছেলেটা, যে খেলছে, সে আমার বন্ধু (ছেলেটা)
খেলা +[-কর্তৃকারক]
খ. আমি ছেলেটা, যাকে মেরেছিলাম, সে আমার সহপাঠি (ছেলেটা)
মারা +[—কর্মকারক (কর্তৃকারক)]

গ. রওশন যাকে বই দিয়েছে, সে তার বান্ধবী (রওশন, যাকে, বই) দেওয়া + [সম্প্রদান, (কর্তৃকারক), (কর্মকারক)]

ঘ. আমি ছেলেটা, যার কাছ থেকে বই পেয়েছি, সে আমাদের প্রতিবেশী (ছেলেটা, যার কাছ থেকে) পাওয়া + [-অপাদান, (কর্তৃকারক), (কর্মকারক)]

ঙ. ছেলেটা ওই ছুরিটা, যা দিয়ে পেন্সিল কাটছে, সেটা নতুন (ছুরিটা) কাটা + [-করণ, (কর্তৃকারক), (কর্মকারক)]

চ. ছেলেরা সবুজ মাঠ, যেখানে বল খেলছে, তা আমাদের বাড়ী থেকে বেশী দূরে নয় (মাঠ, যেখানে)]
খেলা + [-অধিকরণ, (কর্তৃকারক), (কর্মকারক)]

কারক-কাঠামোর সাহায্যে ওপরের উদাহরণে ক্রিয়ার বিপরীতে বিভিন্ন বিশেষ্যের সম্পর্ক দেখান হয়েছে। সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ব্যবহারের মাধ্যমে সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কারক অন্তর্ভুক্তি নির্দেশিত। সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের শেষে সম্বন্ধবাচকীয় সর্বনামীয় বাক্যাংশের অভ্যন্তরে সর্বমোট তিনটে বিশেষ্য ব্যবহৃত হয়ে ক্রিয়ার বিপরীতে কারক সম্পর্ক নির্দেশে সক্ষম। এখানে গ্রন্থিত বাক্যের মধ্যস্থ কারক-কাঠামো গণ্য করা হয়নি। যে-সব বিশেষ্য সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশের বিশেষ্যপূর্ব পদরূপে ব্যবহৃত হয় সেগুলোই কারকরূপে চিহ্নিত করা হয়। প্রচলিত ব্যাকরণে বিশেষ্যের সঙ্গে সংযুক্ত অন্ত্য-প্রত্যয় ও কর্মপ্রবচনীয়সহ তার বাক্যরীতিক-অর্থতত্ত্বীয় উপলব্ধিসহ নিরপেক্ষভাবে বিভিন্ন কারক রূপ নির্ণীত হয়ে থাকে। সংস্কৃত বৈয়াকরণরা কারক ব্যাকরণের বাক্যরীতিক-অর্থতত্ত্বীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলে অর্থগত দিক ও বাক্য-রীতিক বাধ্যকরণের সাহায্যে কারক ব্যাখ্যা করতেন। প্রথাগত বাংলা বৈয়াকরণরা পাণিনি ও অন্যান্য বৈয়াকরণদের অনুসরণ করে কারক ব্যাখ্যা করেন। এখানে সংস্কৃত কারক প্রক্রিয়ার পূর্ণ উপলব্ধি ঘটে না। বাক্যে চিহ্নিত কারক নির্দেশে ফিলমোরের পদ্ধতি অধিকতর ব্যাপক ও কার্যকর। বাংলায় কারক নির্দেশে বাক্যরীতিক (ফিলমোরীয় নয়) অথবা বাক্যরীতিক-অর্থতত্ত্বীয় বিবেচনার একত্রীকরণ প্রয়োজন। অন্যথায়, অতিরিক্ততা ও অসম্পূর্ণতা সূত্রে কারক-কাঠামো ভঙ্গ করবে এবং বাক্যের গভীরতলের বাক্যরীতিক ও অর্থতত্ত্বীয় দিক প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়বে। নীচের তালিকা লক্ষ্য করলে ফিলমোরীয় ও প্রথাগত প্রক্রিয়ার মধ্যে কারক নামের পার্থক্য বোঝা যাবে।

(৫৬)

প্রথাগত	ফিলমোরীয়
কর্তৃকারক	কর্তা, প্রভব
কর্মকারক	কর্ম, অভিজ্ঞতা কারক
সম্প্রদান কারক	লক্ষ্য, উপকারকিতা
অপাদান কারক	প্রভব
করণকারক	করণ
অধিকরণ কারক	অধিকরণ

নির্দেশিকা

Anderson, John M. (1971.) The Grammar of Case. Cambridge, Cambridge University Press.

Chafe, W. L. (1970), Meaning and the Structure of Language. Chicago, Chicago University Press.

Cook, S. J. Walter A. (1979), Case Grammar : Development of the Matrix Model. Washington, D. C., Georgetown University Press.

Fillmore, Charles J. (1968), The Case For Case. In: Universals in Linguistic Theory. Edited by Emmon Bach and Robert T. Harms. New York : Holt, Rinehart and Winston. pp. 1-88

(1969 A), Toward a modern theory of Case. The Ohio State University Project on Linguistic Analysis. Report No. 13, 1-24

(1971), Some Problems for Case Grammar. In : Georgetown University Round Table on Language and Linguistics, 1971. Edited by Richard J. O'Brien, S. J. Washington, D. C., Georgetown University Press, 35--56

(1975), Principles of Case Grammar : The Structure of Language and Meaning. Tokyo, Sanseido Publishng Company.

(1977), The Case For Case Reopened. In : Syntax and Semantics, Vol. 8. Edited by Peter Cole and Jerrold M. Sadok. New York : Academic Press. 59-81

MeCawley, James D. (1968), The Role of Semantics in a Grammar. In : Bach. E. and Harms, R. T. (eds.), 124-169

পরিভাষা

Action—স্বতঃক্রিয়া, প্রক্রিয়া
Active—ক্রিয়াশীল
Agentive—কর্তাস্থানীয়
Animate—প্রাণীবাচক
Argument—যুক্তি, হেতুবাদ
Aspect—ক্রিয়ার স্থিতিকাল প্রকৃতি

Base—ভিত্তি
Benefactive—উপকারকিতা
Beneficiary—উপকার-প্রাপক

Category—শ্রেণী (-গত বৈশিষ্ট্য)
Comitative—একত্রীকরণিক, আনুগত্যকিতা
Complement—পূরক
Constituent—উপাদানমূলক অংশ
Constraint—বাধ্যকরণ
Coreferential—সহসম্পর্কিত
Corporation—যৌথমিলন

Experiencer—অভিজ্ঞতাকারক
Experimental—প্রায়োগিক

Factitive—তাথ্যিক, প্রযোজক
Formal—বাহ্যিক
Functional—ক্রিয়ামূলক

Goal—লক্ষ্য

Inanimate—অপ্রাণীবাচক

Linear—রৈখিক

Modal—ক্রিয়ার ভাবরীতি

Node—গ্রন্থি

Patient—ধৈর্যধারক
Peripheral—প্রান্তস্থ
Process—আকারণ,
Preposition—কর্মপ্রবচনীয়, প্রতিজ্ঞা
Prepositional—প্রতিজ্ঞীয়

Redundancy—অতিরিক্ততা

Source—প্রভব
State—স্থৈত, শর্ত
Static—স্থৈতিক
Syntactic—বাক্যরীতিক

Time—কালবৃত্ত
Transitive—সংক্রমণ

Vacant—শূন্য
Valid—সিদ্ধ